নূতন রাধা

নূতনা রাধা

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা

নিবেদন

আমার কয়েকখানি কবিতার বই ছাপা হয়েছে, কয়েকখানি হয়নি। ছাপা বইও বাজারে পাওয়া কঠিন। বইগুলি এবার একত্র করে গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করতে দিচ্ছি। কাগজের দাম বুঝে অনেক কবিতা বাদ দিতে হলো। কোনো কোনো কবিতা ছেঁটে ছোট করেছি। তা ছাড়া নিজের পরিবর্ত্তিত রুচির সঙ্গে মিলিয়ে বহু স্থলে পরিবর্ত্তন করেছি।

এসব কবিতা প্রায় বারো বছর ধরে লেখা। বারো বছর তো একটা যুগ। আমার জীবনের সেই যুগটিকে চিহ্নিত করবার জন্যে এই সংগ্রহের নাম রাখলুম "নূতনা রাধা।" পরবর্ত্তী কালের কবিতা এ নামের যোগ্য নয়। সেই কারণে "উড়কি ধানের মুড়কি" এই সঙ্কলনের বাইরে।

প্রচ্ছদের পরিকল্পনাটি শ্রদ্ধাস্পদ শিল্পী শ্রীযামিনী রায়ের।

১৯শে জুলাই, ১৯৪২

অন্নদাশঙ্কর রায়

কাব্যসূচী

আমার কবিতা
কোকিলের কুহুতান।
বার বার বলি
বলার সুখে কেবলি—
সার তার শুধু
কোকিলারে আহ্বান।

প্রথম স্বাক্ষর

শ্রীকৃপানাথ মিশ্র

মিত্রবরেষু-

সূচী

কৃষ্ণ

সুন্দর, তুমি খুঁজিয়া ফিরিছ কারে ?
নাই সে খোঁজার আদি আর অবসান।
সুরের দূতীরে পাঠাও কাহার দ্বারে ?
নাই সে জনের কোথা কোনো সন্ধান।
তুমি শুধু সুর, তুমি পথে চলা সুর,
তুমি চলি' যাও বাঁশিতে বাঁশিতে বেজে
দূর হতে আসি' নিকট, পালাও দূর
এক যুগ হতে আর যুগে চলা এ যে।
তোমার খোঁজার সমারোহ দেখে মরি
ওগো সুন্দর, এত জানো ছলাকলা !
কত রূপ কত বর্ণ বিকাশ করি'
গন্ধে ছন্দে অবিরাম তব চলা।
প্রাতে খুলে ফেলি' যামিনীর যবনিকা
চিনিবার তরে কার মুখ তুলে ধরো !
উষার অলকে আঁকি' সিন্দূর লিখা
মেঘে চুম দিয়া সরমে অরুণ করো।

সারা দিন ছোটো হেথায় হোথায় মিছে
আলোয় উজলি' মুগ্ধ ধরণী সারা
দিনশেষে তবু বারুণীর পিছে পিছে
মশাল ধরিয়া তিমিরে হও যে হারা।
লক্ষ নয়ন ফুটে ওঠে দিকে দিকে
নিশিভোর চলে শুধু খোঁজা, শুধু খোঁজা
ছায়াপথ বেয়ে চরণচিহ্ন লিখে
অসীমের মাঝে ছুটে বাহিরাও সোজা।
যৌবন, তব পথপাশে জাগে হাসি
কুসুমে কুসুমে মাতামাতি কানাকানি
কেলিকদম্ব ঝরায় মুকুলরাশি
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলবাণ হানাহানি।
রঙে রঙে তুমি রাঙাইলে দিশি দিশি
রঙের নেশায় হুজিয়া চলিলে কী যে
কালো হয়ে গেল সব ক'টি রঙ্ মিশি'
তুমি সে কালিমা অঙ্গে মাখিলে নিজে।

ওগো যৌবন, ওগো চির যৌবন,
নিতি নিতি তুমি জাগাও নবীন প্রাণ
জরারে জোগাও সবুজের রসায়ন
কচি ও কাঁচায় শক্তির অভিমান।
এত করি' তবু হয় নাকো মনোমতো
প্রিয়ার লাগিয়া আরো বুঝি কিছু চাই
মরণ সাজিয়া ভাঙো সবি অবিরত
কচি ও কাঁচা ও জরতীর ভেদ নাই।

কৃষ্ণ

ওগো নিষ্ঠুর সুন্দর, ওগো কালো,
কোথা পেলে ঐ সাপ খেলানোর বাঁশি !
দিকে দিকে কী যে সুরের আগুন জ্বালো
যারা শোনে তারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাসি'।
এক দিক হতে আর দিকে পড়ে সাড়া
নৃত্যের তালে চরণে শিহরে সুখ
উদ্দাম বেগে ঘুরে মরে রবিতারা
বিপুল ব্যথায় দোলে সিন্ধুর বুক।
কুহকী ! এত যে কুহক লাগাও প্রাণে
বিশ্বের প্রতি কণায় স্বপন সৃজে
আমরা বৃথাই খুঁজে মরি ওর মানে
তুমি শুধু হাসো, হয়তো জানো না নিজে।
বিশ্বের তুমি শোভারূপ, তুমি কান্ত
ফোটা সুষমার নির্য্যাসে তুমি গড়া
মনোহর তুমি হয়ে ওঠ অবিশ্রান্ত
তোমার মাধুরী তোমারি সৃজন করা।
এত সুন্দর তবু তুমি চাও কারে ?
খুঁজিয়া বেড়াও কী বিপুল পূর্ণতা ?
কত কী গড়িলে নিজ হাতে বারে বারে
মন ভরিল না, করি' দিলে চূর্ণ তা'।

জানি জানি, তুমি কী ধন খুঁজিয়া ফির
কার তরে তব অবিরাম অভিসার
পাইলে না, তাই বিরহী সেজেছ চির
যত বার গেলে ফিরে এলে তত বার।

নূতনা রাধা—প্রথম স্বাক্ষর

নিখিলের রূপ কেঁদে মরে যার তরে
সে যে নিখিলের বক্ষে লুকানো প্রীতি
তারে তুমি যত চাহিলে বাহিরে ঘরে
পাইলে না, তুমি নাহি জানো তার রীতি।
সে আছে তোমার অন্তর আলো করি'
সে আছে তোমার বাঁশরির সুরে বাঁধা
তুমি ঘুরে মরো সারাটি-গোকুল ভরি'
তোমারি বক্ষে লতাইয়া আছে রাধা।
পথ খোঁজা রীতি ঘুচিবে তোমার কবে ?
চলিতে চলিতে কবে দাঁড়াইবে থেমে ?
সুন্দর, তুমি প্রেমিক যেদিন হবে
সুষমা সেদিন সার্থক হবে প্রেমে।
জানি জানি কভু আসিবে না হেন দিন
তুমি নিষ্ঠুর, প্রেমপাশ যাও টুটি'
তুমি তো পালালে মথুরায় উদাসীন
বিরহিণী রাধা ভূতলে পড়িল লুটি'।
সেই তুমি কভু প্রেমে কি পড়িবে ধরা ?
সুচির বিরহ, বিলাস তোমার সে যে !
তুমি শুধু সুর, শুধু পথ খুঁজে মরা,
তুমি চলি' যাও বাঁশিতে বাঁশিতে বেজে।

(১৯২৫

রাধা

ওগো সুন্দরী, ওগো সুন্দরী রাধা—
শীতল জানিয়া তোমার ও দুটি চরণে পড়িনু বাঁধা।
কত জনে কত দেবতা মিলয় যেমন যাহার রুচি
কেহ গড়ে লয় কেহ খুঁজে পায় পণ্ডিতজনে পুছি'।
কত না আয়াসে ওরা তো করিল রহস্য পরিমাণ
আপনা হইতে মোরে মিলি' গেল সুন্দরী ভগবান।
সুন্দরী ভগবান গো আমার সুন্দরী মোর নারী
সাগর হইতে উঠিয়া আসিলে হাতে লয়ে সুধা ঝারি।
দেবতার পদ প্রক্ষালি' কেহ সে জলে মিটায় ক্ষুধা
আমার তিয়াসা ধন্য করিল নারীকণ্ঠের সুধা।
নারীকণ্ঠের সুধা গো আমার নারীকুন্তল বাস
এত সুখ মোর সহিবে কি যদি মেলি' দাও কেশপাশ!
ঘেরি' দাও যদি কেশ দিয়া মোরে ঢাকি' দাও যদি দেহ
সংজ্ঞা হারাব ও সুরা চুমুকি' সুরভি করিয়া লেহ।

সৃষ্টির সার ধরণী গো আর ধরণীর সার নারী
নারীর মাধুরী দশ ইন্দ্রিয়ে আহরিতে যদি পারি !
ধরণীর সার রমণী গো আর রমণীর সেরা সে
জনমে জনমে আমার লাগিয়া জনম মাগিল যে।
পরশি তাহার প্রতিটি অঙ্গ প্রতিটি অঙ্গ দিয়া
এ যে বিশ্বের আদি বহ্নি গো এসেছে কী রূপ নিয়া !
রূপের বহ্নি কেমন করিয়া এমন তন্বী হলো
এমন শীতল এমন কোমল এত লাবণ্যী হলো !
সারা সৃষ্টি সে গৌরীর মতো তপ করেছিল একা
তাই তার তনুরেখায় রেখায় লাবণ্য দিল দেখা।
তারায় তারায় যুগযুগান্ত অনঙ্গ পুড়ে মরে
শীতলিয়া ধরা তবে না এমন ফুলে ফলে ওঠে ভরে।
ধূলির আগুন ফুল হয়ে ফোটে ফুলের আগুন ফল
তারার আগুন তরুণীর আঁখিতারা হয়ে ঝলমল।
সৃষ্টি সে আসি' শেষ হয়ে গেছে তোমার দু'গাছি কেশে
অনন্ত কাল বিকশি' উঠেছে তোমার অধরে হেসে।
কোথা হতে তুমি আসিবে কেন গো তুমি তো আদির আদি
আপন আগুনে ফাগুন করেছ সৃষ্টির মায়া ফাঁদি'।
ওগো মায়াবিনী, ওগো মায়াবিনী রাধা—
গোরোচনা গোরা অঙ্গে তোমার সৃষ্টির মায়া ফাঁদা।

ওগো সুন্দরী, ওগো সুন্দরী রাধা—
বলো, কবে মোর হবে সমাপন বাঁশরির সুর সাধা।
বাঁশরির সুরে কাঁদা গো আমার কারে পাইবার আশা
কারে পাইবার কাহারে দিবার কার হইবার আশা !

সুবর্ণ করে নাও গো আমায় সুকণ্ঠ করে নাও
ধ্বনিতে আমার প্রেমের পরশমণি পরশিয়া যাও।
সহজ সুরের গানটি গাহিব, গাহিব সহজ সুরে
বনের পাখীর কণ্ঠ আমার কণ্ঠে দাও তো পূরে।
সহজ হবার সাধন সে যদি কঠিন সবার চেয়ে
করুণা কোরো না, ভিক্ষা দিয়ো না, অল্প কী হবে পেয়ে!
সরস মাটিতে হরষে ফুটিব শুচি সৌরভ লয়ে
যেখানে পড়িব বাস বিতরিব জিনিব সহজ জয়ে।
জিনিব সহজ জয়ে গো, বন্ধু, জিনিব তোমারে শেষে
ধূলার চাইতে রিক্ত হইয়া বাহিরিব বরবেশে।
ওগো একাকিনী, ওগো একাকিনী রাধা—
কেহ নাহি জানে তুমি আর আমি কোন অবাঁধনে বাঁধা।

(১৯২৭)

কৈফিয়ৎ

না-ই যদি হয় নাই হলো আহা ভারতের স্বাধীনতা গো
হুঙ্কার ছাড়ি' তর্জনী নাড়ি' নাই মুছালেম ব্যথা গো !
নাই মুছালেম ভিজে আঁখিপাতা
হাহুতাশভরা রচি' বীরগাথা
ইনায়ে বিনায়ে কবে মান্ধাতা কারে জিনেছিল কোথা গো
বৃথা মোরে ডাকো আমি পারি নাকো হেন ঘোর রসিকতা গো
আমি ক্ষণজীবী কবি
আয় কই, সখি, মহারথীদের মহাযশ যাব লভি !

ভীরু বলে তুমি ফিরাবে নয়ন মূঢ় বলে দিবে গালি গো
বাঁকা হাসি হেসে তালে তালে তালে বাজাইবে করতালি গো।
সেও সই, তবু পারি না কিছুতে
সাধ্য যা নয় তাহারি পিছুতে
ছুটিয়া ছুটিয়া মরীচিকা ছুঁতে শ্বাসটুকু দিতে ঢালি' গো
বৃথা দাও লাজ আছে আরো কাজ তারি লাগি প্রাণ জ্বালি গো
আমি ক্ষণজীবী কবি
যুগ যুগ ধরে যে পাবক জ্বলে কেন হব তার হবি ?

কৈফিয়ৎ

যে রূপবহ্নি নয়নে জ্বলিছে যে রসবহ্নি বুকে গো
যে মায়াবহ্নি কল্পনা মোর রাঙাইছে কৌতুকে গো
সেই অনলের কয়েকটি কণা
লয়ে বিরচিব নব আল্‌পনা
বসে বসে তাই চলে জল্পনা বিরহবিরস মুখে গো
বহে যায় বেলা নীরবে একেলা নিষ্ফলতার দুখে গো।
আমি দিনেকের কবি
নভ অঙ্গনে আল্‌পনা আঁকি' নিভে যাবে মোর রবি।

আপনারে লয়ে ফিরি অহরহ নামাতে না পারি ব্যথা গো।
ভ্রূণ লয়ে কাঁদে গরভিণী নারী কুঁড়ি লয়ে কাঁদে লতা গো।
সৃজনবেদনা জাগে অনিবার
কত কী যে মোর রয়েছে দিবার
ফাগুন থাকিতে তাই তো আমার ফুটিবার ব্যাকুলতা গো
বলিবার যত কবে তা বলিব মনে থেকে যায় কথা গো।
আমি অস্ফুট কবি
ফুটিলেই মোর ব্যথা যাবে, সখি, না ফুটিলে যাবে সবি।

আমারে পাবে না জগতের কাজে আমি চির পলাতকা গো
বচন বিনাতে নাহি জানে যারা আমিই তাদের সখা গো।
প্রণয়ীরা মোরে ডাকি' লয়ে যায়
বাসরঘরের চোরা ঝরোকায়
আমি লিখে লই আপন ভাষায় ওদের প্রলাপ বকা গো
আমি দিই ছেপে যত চাপা হাসি যতেক মিছে চমকা গো।
আমি বাণীচোরা কবি
বাচাল জনার যত কথাভার উতারিয়া লই সবি।

নূতনা রাধা—প্রথম স্বাক্ষর

তরুণ ছেড়েছে তরুণীর মায়া দীক্ষা লয়েছে একা গো
জনমের মতো করেছে বরণ জাগিয়া স্বপন দেখা গো।
শ্রবণে বেজেছে মা'র হাহাকার
উতলা হয়েছে খাপে তরবার
তবু ভাঙিবে না ধৈর্য্য তাহার আগে চাই রণশেখা গো
কথাটি বলে না নিজেরে ছলে না ললাটে নিষ্ঠা লেখা গো।
আমি বিমুগ্ধ কবি
মরণে কী শোক তার জয় হোক, আঁকি' লব তার ছবি।

হেম শৃঙ্খল কাটি' কোন জন কোথায় নিরুদ্দেশ গো
কেহ নাহি জানে বাজে তার প্রাণে সকলের সব ক্লেশ গো।
সৃষ্টির আদি অন্ত বুঝিতে
জরা মরণের ওষধি খুঁজিতে
মারের সঙ্গে নিত্য যুঝিতে আয়ু তার নিঃশেষ গো
সাধনা না সাধি' সাধক মরিল কেহ না জানিল লেশ গো।
আমি বিনম্র কবি
সেই অজানার তর্পণ করি' পরম পুণ্য লভি।

ঘরে ঘরে পাই গৌরীর দেখা তপোনির্ম্মল রূপ গো
সে বর অঙ্গ রঙ্গে বিলোকি' অনঙ্গ মানে চুপ গো।
কল্যাণী যায় গৃহ কাজ করি'
পূর্ণা চলিছে অন্ন বিতরি'
সম্মুখে তার হাত পাতে ডরি' আপনি ভুবন ভূপ গো
কোলে দোলে শিশু ভয় পরিহরি' এ যে অতি অপরূপ গো
আমি কুতূহলী কবি
রহস্য এর নাহি পেয়ে টের রসনা রয় নীরবি'।

তাই বলি মোর কোথা অবসর যোগ দেব কোনো কাজে গো
দৃশ্য নেহারি' ঠাঁই ঠাঁই ফিরি মিলি সকলের মাঝে গো।
দেখি আর লিখি যখন যা আসে
কখন কে কাঁদে কখন কে হাসে
খেয়ালীর মতো ঘুরি আশে পাশে ভাববিলাসীর সাজে গো
রণভেরী শুনে সরে না চরণ মনে মনে মরি লাজে গো।
আমি দর্শক কবি
নাটবেদী পরে যেতে ভয় বাসি, দূর হতে অনুভবি।

আমার এ কাজ কে করিবে আজ আমি যদি যাই রণে গো
কবে জানিবে কে যাহা গেল থেকে শুধু আমারি এ মনে গো ?
কোটি কোটি পথ একটি জীবন
তাও দুটি দিনে হবে সমাপন
আপনারি পথে চলি সে কারণ নিজেরি অনুসরণে গো
কভু চলে নাই কভু চলিবে না এ পথে অপর জনে গো।
আমি যে তোমারি কবি
তোমারি আলোকে আলোকিত আমি, তব তরে এ পদবী।

(১৯২৭)

রাখী

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দক্ষিণ করে-

আমরা দু'জনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমায় আমায় মিল নাই মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী

সূচী

মাথুর

তুমি কি পারিলে রাখিতে ধরি'
হে সহচরী
দুটি বাহু ঘিরে তীরে আঁকড়ি'
এ মোর তরী !
হায় রে অবোধ তটদেশিনী
সুনীল তমালতালীকেশিনী
তুমি কি পারিলে রাখিতে ধরি'
এ মোর তরী
বেণীপাশে এরে বৃথা পাকড়ি'
হে সহচরী !

আঁখির মিনতি বাঁধিল না রে
ঘরছাড়ারে।
এ কাঠ হৃদয় কাঁদিল না রে
ছাড়িতে কারে।

নূতনা রাধা—রাখী

কূল ছেড়ে আজ চলে যে ভেসে
নাহি জানে কোথা থামিবে এসে
সাঁতারি' পাথার কোন সে পারে
লভিতে কারে
আঁখিজলে ভাসা সাজে কি তারে
ঘর ছাড়ারে !

আজ ভেসে চলি কালের স্রোতে
মহাজগতে।
ঘাটে ঘাটে বাঁধা ঘটনা হতে
অকূল পথে।
আজ আমি চলি দুলে দুলে রে
মহা আকাশের কূলে কূলে রে
প্রতি দিবসের শাসন হতে
অকাল পথে
দেশ ছেড়ে চলি বিরাট রথে
মহাজগতে।

যত দূর মম নয়ন যায়
সীমা কোথায় !
এরি কোলে ভানু জাগে ঘুমায়
তারা হারায়।
ঢেউ ফুটে ওঠে ঢেউ ঝরে গো
ফেনায় ফেনায় থরে থরে গো

মাথুর

বসন্ত নিতি তুলি বুলায়
দিক্ সীঁথায়
সমীরণ নিতি বাঁশি বাজায়
"রাধা কোথায় !"

পুন কোন বনে পড়িব বাঁধা
নূতনা রাধা !
পুন কোন বনে বাঁশরি সাধা
আবার কাঁদা !
পথের কোথাও শেষ কি আছে
পথিকের কোনো দেশ কি আছে !
ঘরের বাঁধনে নাই কি বাঁধা
নাই কি কাঁদা !
সমাপিবে চির বাঁশরি সাধা
সুচিরা রাধা ।

(জাহাজ, ১৯২৭)

মিলনের গান

তোমাদের তরে মিলনের গান গাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
প্রিয়বাহুলীনা অয়ি তনু তনুলতা
কানে কানে মৃদু সোহাগকূজনরতা
তোমারে নেহারি' কী যে আনন্দ পাই
ওগো নববধূ কেমনে বোঝাব কত!
তোমাদের সুখে সুখ মিলাবারে চাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।

চির মন্দার ফোটে তোমাদের বুকে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
শরৎশেফালী ঝরে হাসিঝরা মুখে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
আঁখিতে আঁখিতে চপলা পড়েছে ধরা
চরণধূলায় মরণে মিলায় জরা
রজনীতে রাস নব নব কৌতুকে
দিবসে বিবশ নিলাজ নর্ম্ম শত।
মলয়গন্ধি সুরা তোমাদের মুখে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।

মিলনের গান

তোমাদের কেহ লক্ষ্মী লভিলে রণে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
তোমাদের কেহ তরণী ভরিলে ধনে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
তোমাদের কেহ বাণীরে মানায়ে বশ
শ্বেত চন্দনে ললাটে আঁকিলে যশ
তোমাদের কেহ ঘরে ডাকি' জনে জনে
আপনা বিলায়ে দিলে দধীচির মতো
কোনো তথাগত একাকী চলিলে বনে
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।

তোমরা ধন্য তোমরা সফল, ভাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
সবার গর্ব্বে সকলের জয় গাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।
জীবনের ছকে নিয়তি চালায় পাশা
পণে হারিলাম রাজকন্যার আশা
হে বন্ধু মোর কেহ নাই কিছু নাই
হে বন্ধু আমি পরাভবলাজে নত।
তোমাদের সুখে সুখী হয়ে উঠি তাই
ওগো জগতের তরুণতরুণী যত।

জাহাজ, ১৯২৭)

পথের সাথী

পথের সাথী, পথেই মোদের দেখা
পথের বাঁকে মোদের ছাড়াছাড়ি।
বিদায় দেহ, চলি এবার একা
অকূল পথে একেলা দিই পাড়ি।
পথের সাথী, ক্ষমো আমায় ক্ষমো
চোখের কোণে জল জমেনি মম
অলস বাহু অধার বাহু সম
ব্যাকুল নহে রাখতে তোমায় কাড়ি'।
পথের সাথী, আমি কী নির্মম
পথের বাঁকে হেলায় চলি ছাড়ি'।

পথের সাথী, চুকিয়ে দেছি কাঁদা
ফুরিয়ে আমার গেছে সকল চাওয়া
হৃদয় আমার পড়বে কিসে বাঁধা ?
হৃদয় যে মোর হাল্‌কা উদাস হাওয়া।
পথের সাথী এই হাওয়া সে কবে
পড়ল লুটে বাঁশির ভীরু রবে
কুঞ্জবনে যৌবন উৎসবে
ডাকল যারে থাকল তারে পাওয়া।
পরম চাওয়া চাইতে গেলেম যবে
চক্ষে আমার মিলিয়ে গেল চাওয়া।

পথের সাথী

পথের সাথী, কুসুম না ফুটিতে
আমার শাখে মুকুল গেল ঝরে
আর ভাবিনে কখন অলক্ষিতে
আবার মুকুল ধরে কি না ধরে।
পথের সাথী, চলতে কি মোর সাধ
পদে পদে নাই কি অবসাদ?
বাহির জুড়ে পাতা ঘরের ফাঁদ
তবু আমার পা পড়ে না ঘরে।
পায় লেগেছে ব্যর্থ চলার স্বাদ
সেই সুখে মোর বুক রয়েছে ভরে।

পথের সাথী, বিদায় দেহ তবে
ক্ষমো তোমায় ভুলতে যদি পারি
তোমার স্মৃতি স্বপ্ন যখন হবে
স্বপ্নে হয়তো ঝরবে আঁখিবারি।
পথের সাথী, ভুলব তোমায় বলে
হৃদয় মম কেমন যেন দোলে
হায় রে যে জন যাবেই যাবে চলে
বুকের বোঝা কেনই করে ভারী!
পথের সাথী, মর্মে তবু জ্বলে
তোমার শিখা—তোমারো শিখা,—নারী

(জাহাজ, ১৯২৭)

বিমুগ্ধ

এ ধরণী কত সুন্দরা ! কত সুন্দরী !

মানুষ সেও কী সুন্দর ! সে কী সুন্দর !

রূপসুধা পিই প্রাণ ভরি' দু'নয়ান ভরি'

আনন্দরসে উথলায় মম অন্তর।

দেশে দেশে সেই শ্যামল কোমল ঘাসগুলি

লতাদের কোলে ফুলেদের কচি হাসগুলি

পাখী উড়ে যায় তরুদের বাহুপাশ খুলি'

ছায়ায় শিহরে তটিনীর তটপ্রান্তর।

সেই যে ধরণী সুন্দরী সেই সুন্দরী

পর দেশে এত সুন্দর ! এত সুন্দর !

মানুষ সেও কী সুন্দর ! সে কী সুন্দর !

ভালোবাসা তার ভালো আহা কত ভালো !

মমতার রঙে রাঙা যে তাহার অন্তর

বাহির তাহার যত হোক শাদা কালো।

বিমুগ্ধ

দেশে দেশে নারী তেমনি দোলায় চিত্ত
শিশুর মেলায় অকারণে পায় নৃত্য
জীবন ছাপায়ে মাধুরী ঝরিছে নিত্য
প্রেমের দেয়ালি মর্ত্ত্য করেছে আলো।
মানুষ সে যে কী সুন্দর! সে কী সুন্দর!
ভালোবাসা তার ভালো আহা কত ভালো

•

এ জীবন কী যে নন্দিত! কী যে নন্দিত!
বেঁচে আছি বলে ধন্য রে আমি ধন্য!
মানুষ আমারে ভালোবেসে দেয় কী অমৃত
ধরণী আমারে ভালোবেসে দেয় অন্ন।
দেশে দেশে মোর তেমনি মধুর বন্ধন
আরেকের তরে একেরে ছাড়িতে ক্রন্দন
যেথা যাই সেথা পাই প্রীতি অভিনন্দন
মরণেও কিছু এ ছাড়া হবে না অন্য।
এ জীবন কত নন্দিত! কত নন্দিত!
জন্মেছি বলে ধন্য রে আমি ধন্য।

ইংলণ্ড, ১৯২৭

অনাগতার তরে

এই ভরা যৌবনের ডালি তোমার পায়ে রাখার আগে
হঠাৎ যদি মরণ এসে একটি মুঠি ভিক্ষা মাগে
একটি মুঠি আয়ু আমার পাত্রে তাহার দিব ঢালি'
তোমার তরে রইবে তোলা এই ভরা যৌবনের ডালি।

এই ভরা যৌবনের ডালি মরণে এর ক্ষয় কতটুক ?
এক জনমের তেইশটি ফুল নাই থাকে তো নাইবা থাকুক।
দিনে দিনে যা পেয়েছি একটি দিনে হবে খালি ?
কোন জন্মান্তরের ফুলে ভরা এ যৌবনের ডালি।

দিনে দিনে যা পেয়েছি, যা ছিল মোর পাবার আশা
যা পেয়ে মোর মিটল না সাধ—শতেক বারের ভালোবাসা-
হঠাৎ যদি আজকে মরি দেখবে সবি রেখে গেছি
কালের কোলে গেছি রেখে যা পেয়েছি যা মেগেছি।

দিনে দিনে যা পেয়েছি— হোক না নিমেষেকের পাওয়া—
যা ছিল মোর পাবার আশা—হোক না যুগান্তরের চাওয়া—
মরার সাথে মরার তো নয়·যা সয়েছি যা হয়েছি
আয়ুর সাথে যাবার তো নয় যা চেয়েছি যা লয়েছি।

এই ভরা যৌবনের ডালি তোমার পায়ে রাখার আগে
হঠাৎ যদি মরণ এসে একটি মুঠি ভিক্ষা মাগে
একটি মুঠি আয়ু আমার পাত্রে তাহার দিব ঢালি'
তোমার তরে রইবে তোলা এই ভরা যৌবনের ডালি।

(ইংলণ্ড, ১৯২৮)

অন্বেষণ

বার বার আমি পথ ভুলে ভুলে
পথ খুঁজে মরি কত !
শূন্যচারীর মতো ।
অমা আঁধারের গোলকধাঁধায়
তারা খুঁজে মোর রজনী পোহায়
প্রতি তারা যে গো নয়ন ভুলায়
ধ্রুবতারা পাব কবে ?
অন্য তারায় কী আমার বলো হবে !

ঋতু-যুবতীর খোঁপাভরা ফুলে
ফুল খুঁজে মরি কত !
মুগ্ধ অলির মতো ।
কোন ফুল ছেড়ে কোন ফুলে বসি
ভেবে ভেবে গেল সারাটি দিবসই
প্রতি ফুল যে গো অতুলা রূপসী
নিজ ফুল পাব কবে ?
অন্য ফুলেতে কী আমার বলো হবে

রূপসায়রের উপকূলে কূলে
নুড়ি কুড়াইব কত !
বিমনা ক্ষ্যাপার মতো ।

অন্বেষণ

কত না পরশ পদে পদে পাই
নয় নয় বলে ঠেলে চলে যাই
পরম পরশ কবে পাব ভাই
সাঁচা মণি পাব কবে ?
অন্য মাণিকে কী আমার বলো হবে !

ফুল্ল ধরার কাঁটা তুলে তুলে
আঙুল রাঙাব কত !
আত্মঘাতীর মতো।
আমার ধরণী শ্যামা অপ্সরা
নাচে শিরে ধরি' শোভার পসরা
কোথা রে মৃত্যু কোথা তার জরা
এ দেখা দেখিব কবে ?
অন্য দেখায় কী আমার বলো হবে !

বার বার আমি পথ ভুলে ভুলে
পথ খুঁজে মরি কত !
স্বপ্নচারীর মতো।
সুন্দর এই স্বপনের মাঝে
সত্যের বাঁশি কত সুরে বাজে
কোন সুর ধরে যাব বুঝি না যে
নিজ সুর পাব কবে ?
অন্য সুরেতে কী আমার বলো হবে !

(ইংলণ্ড, ১৯২৮)

পাশাপাশি

হে লোভনে মোর লোভ নাই
নাহি যদি পাই ক্ষোভ নাই।
তুমি সুন্দরী তুমি সুধা
নয়নে আমার রূপক্ষুধা
চোখে চাই আমি বুকে চাই
সুখে চাই আর দুখে চাই।
তবু রাখি নাকো মিছে আশা
বচনে ঢাকি না মনোভাষা।
কারো তরে কোনো লোভ নাই
হারাই যদি তো ক্ষোভ নাই।

তুমি পথে আর আমি পথে
চকিতের মত থামি' পথে
চোখে ভরে লই যাহা পারি।
কী যে রহস্য তুমি নারী!
কণা পরিমাণ কোনো মতে
খুঁটে খুঁটে লই দূর হতে।
সাথে সাথে চলা হাতে ধরা
নাহি যদি হয় নাই ত্বরা।
বাঁকে বাঁকে ভরা বাঁকা পথে
কেন কারে ধরে রাখা পথে!

পাশাপাশি

হে শোভনে আমি সাধিব না
নাই যদি পাই কাঁদিব না।
তুমি চঞ্চলা তুমি পাখী
সাধ যায় বুকে বেঁধে রাখি।
বাঁধিবার তরে কী বেদনা!
সকল অর্ঘ্য নিবেদনা।
তবু রাখিব না মিছে আশা
পাখীরে বাঁধিতে নারে বাসা।
বাঁধিবার তরে সাধিব না
বাঁধা নাহি পড়ো কাঁদিব না।

উড়িতে উড়িতে পাশাপাশি
নিমেষের ভালোবাসাবাসি।
বুকে ভরে লই যাহা পারি।
কী অমৃতময়ী তুমি নারী!
ক্ষণিক চাহনি তিল হাসি
বুকে বাজাইল সুখ বাঁশি।
এর বেশী পাওয়া অতি পাওয়া
নাহি যদি পাই নাই ধাওয়া।
আকাশে আকাশে পাশাপাশি
এই বেশ ভালোবাসাবাসি।

ইংলণ্ড, ১৯২৮

বিলম্বিত

কত সাধনায় এলে যদি হায় কেন এলে কেন এলে ?
আমার সে মন গেছে বহু খন আমার এ মন ফেলে।
আমি কি গো আর সেইখানে আছি
যৌবন বানে ভেসে চলিয়াছি
যে ঘাটে তোমায় ডেকেছিনু হায় সে ঘাট রহিল পিছে
আজি এত দূরে আসি' বন্ধু রে কত আসা হলো মিছে !

কেন জানিলে না রজনীর চেনা রজনী পোহালে বাসি
ক্ষণিক জীবন প্রেম কত খন বিফলে বাজাবে বাঁশি !
উতলা চরণ থির নাহি রহে
অভিসারিকার সুচির বিরহে
আপনি কখন ফিরে চলে মন কুঞ্জ বীথিকা হতে
নিরাশার ব্যথা স্বপনের কথা তলায় দিনের স্রোতে।

সারাদিন ভর কোথা অবসর অতীতের কথা ভাবি ?
নূতন রাতের সাথে আসে ফের নূতন রাতের দাবী।
ভাঙা বাঁশি তুলি' লয়ে আর বার
করি প্রাণপণ, হয়তো আবার
তেমনি নিরাশা আঁখিনিদনাশা চূর করে দেয় হাসি
ক্ষণিক জীবন প্রেম কত খন বিফলে বাজাবে বাঁশি !

কেন করিলে না প্রণয়ের দেনা হাতে হাতে পরিশোধ
কেন খেলাছলে করিলে-সবলে হৃদয় দুয়ার রোধ !

আঘাত আবরি' যে জন সরিল
আঘাত পাসরি' যে জন মরিল
ডাকো ডাকো ডাকো সাড়া পাবে নাকো আমি তো সে জন নই
আমার মাঝে কে কবে গেল থেকে ঠিকানা তাহার কই ?

আজি অকারণে জাগাও স্মরণে কবেকার কত স্মৃতি
স্মৃতি এলে ফিরে ফেরে কি সখি রে হারানো দিনের প্রীতি ?
নয়ন ভুলানো সে যে বিস্ময়
একই রূপ হেরা ত্রিভুবনময়
মৃগনাভিবুকে মৃগসম সুখে সে যে প্রেম বয়ে ফেরা
এত দিন বাদ হলো তব সাধ তারি অভিনয় হেরা !

কত দাও খোঁচা—"ওগো গেছে বোঝা তোমার প্রেমের রীতি
যত না চপল ততোধিক খল তোমার মুখের প্রীতি।
আজীবন নাহি রয় যে অপেখি'
আপনা পাসরা সাঁচা প্রেম সে কি ?
সে কি সুগভীর ? সে কি অনধীর ? সে কি প্রেম ? সে কি সোনা ?
ওগো গেছে বোঝা তোমার সে খোঁজা নিছক শিকারীপনা।"

বেশ তাই হোক মুছে ফেল শোক, আমারি যতেক ত্রুটী
অক্ষমে ক্ষমা করো নিরুপমা পলাতকে দাও ছুটি।
চিরটি জীবন একঠাঁই থেমে
করো তবে পূজা নিষ্ফল প্রেমে
আপনা পরখি' মিটাইয়ো সখি পর বিচারের সাধ
আজি শুধু ক্ষমা করো নিরুপমা বিমুখের অপরাধ।

(ইংলণ্ড, ১৯২৮)

এখন আর তখন

সুখের দিনের গান গাই আর দুখের কথা ভাবি
হাল্‌কা পাখায় নামবে যখন বিষয় বোঝার দাবী
যখন তলার টানে
টানবে ধূলার পানে
মেঘের ভারে খসবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা দুঃখকেও বরবে কি
সুখশেষের গানে ?

চপল সুরের গান গাই আর গভীর কথা ভাবি
মুক্ত পাখায় ঘিরবে যখন বাঁধা নীড়ের দাবী
যখন বাহুর টানে
টানবে বুকের পানে
রঙে রঙে রাঙবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা বদ্ধ হৃদয় ভরবে কি
মুক্তিশেষের গানে ?

সহজ হাসির গান গাই আর কঠিন কথা ভাবি
চোখের পাখায় জমবে যখন চোখের জলের দাবী
যখন ভাঁটার টানে
লবে বিচ্ছেদ পানে

এখন আর তখন

ফুলে' ফুলে' কাঁদবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা আশায় জীবন ধরবে কি
প্রেমশেষের গানে ?

তরুণ প্রাণের গান গাই আর জরার কথা ভাবি
অধীর পাখায় লাগবে যখন ক্লান্তিকালের দাবী
যখন শিথিল টানে
টানবে আরাম পানে
তন্দ্রালসে ঢুলবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা যৌবনলোক গড়বে কি
স্বপ্নশেষের গানে ?

ক্ষণিক আলোর গান গাই আর ঝরার কথা ভাবি
তৃপ্ত পাখায় বাজবে যখন স্নিগ্ধ সাঁঝের দাবী
যখন নিবিড় টানে
টানবে ধরার পানে
আঁধার হয়ে আসবে আকাশ বেলাশেষের তানে
তখন পাখী করবে কী ?
কণ্ঠে লয়ে গানের সুধা মুগ্ধ মরণ মরবে কি
সর্বশেষের গানে ?

(ইংলণ্ড, ১৯২৮)

বিদায়

চির সৌন্দর্য্যের মাঝে আঁখি মোর যারই পানে চায়
সেই হাঁকে, "বিদায় ! বিদায় !"
এই গিরি এই বন এই তরু এই তৃণদল
ধরণীর এ অপূর্ব স্থল
একটি পলকে মোর যেই হলো নয়নের নিধি
অমনি কাঁপায়ে দিল হৃদি।
গিরি বলে, বন বলে, তরু বলে, তৃণ বলে, "হায় !
আঁখি হতে বিদায় ! বিদায় !
এই যে প্রথম দেখা দোঁহাকার এই দেখা শেষ !"
এই মতো নিমেষ নিমেষ।
আদিকাল হতে শুধু রূপে রূপে আঁখি অভিসারী
প্রাণ তবু রূপের ভিখারী।
মিলনের চারি চোখে জ্বলে যেন মিলনের চিতা
যত চাই তত চাই বৃথা।

বিদায়

চির আনন্দের মাঝে চলিয়াছি রজনী দিবস
তবু মোর অন্তর বিবশ।
ভালো যাহাদের বাসি একে একে তারা রয় সরে
একা চলি লোক লোকান্তরে।
একটি পলকে যারে প্রাণ চেনে মন বলে, "এই"
বুকে লয়ে দেখি বুকে নেই।
মাতা বলে ভ্রাতা বলে সখা বলে সখী বলে, "হায়!
এখনি কি লইবে বিদায়!
এইটুকু চেনাশোনা এখনি কি হবে এর শেষ!"
এই মতো নিমেষ নিমেষ।
জন্মক্ষণ হতে শুধু জনে জনে ক্ষণে ক্ষণে পাওয়া
ফেলে ফেলে ভুলে ভুলে যাওয়া।
মিলনের বাহুপাশে কোথা যেন আছে কোনো ফাঁকি
যত পাই তত পাওয়া বাকী।

(টিরোল, ১৯২৮)

চলা ও থামা

আমি যখন চলি যখন চলি
ডাইনে বামে বিশ্ব চলে সাথে
বাতাস সে দেয় পথের দিশা বলি'
আকাশ এসে হাতটি মিলায় হাতে
হাতছানি দেয় চন্দ্র তপন তারা
এই জনারি সঙ্গ কাঙাল তারা
তাদের চলা আমার চলা বিনে
শূন্যপথে কখন যেত থামি'।
বিশ্বজগৎ চালাই রাত্রে দিনে
সবার সাথে চলি যখন আমি।

যখন আমি থামি যখন থামি
পৃথ্বী আমার জড়িয়ে ধরে পায়
সেই সোহাগীর আলিঙ্গনে আমি
মরণসুখে রই যে বাঁধা হায়।
আসন করে সবুজ আঁচলখানি
আধ আঁচরে সঙ্গে বসায় রাণী
তাহার বসা আমার বসা বিনে
সবুজকে যে করত কখন ধলা।
যৌবনেরে বাঁচাই মরণদিনে
যখন আমি থামাই আমার চলা।

(ইংলণ্ড, ১৯২৮)

স্রষ্টা

তোদের জগতে দিন আসে যায়
পূবের তপন পশ্চিমে ভায়
গৃহকাজ সারি' কবরা এলায়
তারকিত কুন্তলা।
জন কলরোল তালে তালে বাজে
জীবন মরণ পারাবার মাঝে
প্রেম বাহিরায় অভিসারসাজে
যৌবন উচ্ছলা।
খোঁজ নাহি রাখি আমি সে সবার
আমার জগতে আমি একা, আর
আপনার মনে একেলা আমার
খেলাঘর গেঁথে চলা।

জানি না কখন দিন আসে কি না
আলো সুরে কাঁপে আঁধারের বীণা
আমার লোচনে জাগরণজিনা
মায়া অঞ্জন মাখা।

নূতনা রাধা—রাখী

নিদ নাই শুধু স্বপনে স্বপনে
খেলাঘর রচা চলেছে গোপনে
কত যে কল্প কাটিল এমনে
আঁখি পল্লব ঢাকা।
শ্রবণে পশে না হাসি ক্রন্দন
যেন এ ত্রিলোক নিস্পন্দন
চেয়ে আছে মম মনোমন্থন
সুধা কবে হবে ছাঁকা।

প্রলাপের মতো কারা গরজায়
বাজীকরসম অসি চমকায়
নাটবেদী পরে আসে আর যায়
বহুরূপী অভিনেতা।
শিশু ভুলাইয়া লুটি' করতালি
ওরা ভাবে ওরা রবে চির কালই
শ্মশান মশাল দিকে দিকে জ্বালি'
ওরা ভাবে ওরা জেতা
যুগে যুগে কর হানি' মোর দ্বারে
স্বপন আমার টুটাইতে নারে
চকিতে মিলায় বিস্মৃতি পারে
সত্য দ্বাপর ত্রেতা।

কবে হবে দিন পাব তার দেখা
যার লাগি আমি রাত জাগি একা
অন্তরাকাশে অরুণাভ রেখা
উজলি' উঠিবে কবে!

স্রষ্টা

গাঁথা খেলাঘর ঝলকি' ঝলসি'
কবে সে জ্বলিবে অচলা ঊষসী
আমার মানসী আমার রূপসী
আমাতে উদয় হবে !
আমারে ছাপায়ে আমারে টুটায়ে
আমার অমিয়া পড়িবে লুটায়ে
ত্রিভুবন আসি' তিয়াসা মিটায়ে
প্রাণ মন ভরি' লবে !

(ইংলণ্ড, ১৯২৮—২৯

সৃষ্টি

যখন আমি সৃষ্টি করি আপন রবি আপন তারা
আপন প্রাণের আগুন হতে বৃষ্টি করি উল্কা ধারা
যখন আমার বক্ষতটে
পুলক-ভূমিকম্প ঘটে
দীর্ঘশ্বাসের ঝড় ডেকে যায় আঁখির অথির সাগর সারা
তখন ওগো স্রষ্টা তোমার দুঃখসুখের পাই কিনারা।

তখন তোমার সঙ্গ লভি, বিশ্ব হিয়ার হে একাকী
তোমার চরণপাতের সাথে চরণপাতে ছন্দ রাখি।
তোমার হাতে হাতটি ভরে
তখন চলি কালের পরে
শিশুর মতো খেলার সুখে থামতে থাকি চলতে থাকি।
সৃষ্টি আমার ছায়ার মতো পিছনে রয় ধুলায় ঢাকি'।

(ইংলণ্ড, ১৯২৮

স্বীকৃতি

এ বিশ্ব যেমনি হোক এরে আমি করিনু স্বীকার
লইনু আপন হাতে এর রাজসিংহাসনভার।
আর মোর খেদলেশ নাই
যা লয়েছি বুঝে লব তাই।

এ যদি দুঃখের হয় সে আমার গোপনীয় দুখ
অজানা কাঁটার মতো বুকে থাক্ চির জাগরূক।
তারে তুলি' ভুলিবার নয়
তারি সাথে জাগুক হৃদয়।

মনোমতো নাহি হলে কার সনে করিব কলহ ?
আমার আপন লিপি কেন হবে আমার অসহ ?
বন্ধহারা ছন্দপাতান্বিতা
আমারি এ অবাধ্য কবিতা।

উচ্ছ্বসিত বাক্য সম তারা সূর্য্য ধায় চারি ভিতে
সেই সব পলাতকে কেমনে বাঁধিব মহাগীতে
সেই মম নিগূঢ় ভাবনা
আমারে রাখুক একমনা।

নূতনা বাধা—রাখী

কী কাম মৃত্তিকা মথি' উল্লাসি' উন্মাদি' অরণ্যানী
প্রসূনি' কুসুমি' যায় সে বারতা কেমনে বাখানি ?
দুর্বার কামনাখানি মোর
নীরবে ঝরাক আঁখিলোর।

এ বিশ্বের বিশ্বকর্মা তাঁরে মোর কোটি নমস্কার
তাঁর গড়া সিংহাসন স্ববীর্য্যে করিনু অধিকার
তাঁর বাক্য তাঁর মনস্কাম
নিজ বক্ষে আমি ধরিলাম।

(ইংলণ্ড, ১৯২৮)

প্রণিপাত

আমার লেগেছে ভালো পরিপূর্ণ এ বিশ্ব সংসার
যেন কোন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
সর্বধনাধার।
যাহা চাই তাহা আছে, যাহা নাহি চাই আছে তাও
অকুলান নাই তো কোথাও
নাই অযথাও।
যত দুঃখ যত সুখ চেয়েছি পেয়েছি অবিরত
ভাবনা যাতনা যত শত
সবি মনোমতো।
সুন্দরে কুৎসিতে মিশা ছবিখানি নিখুঁত রচনা
এর বাড়া আমি পারিব না
এ যে অতুলনা।
অর্থ বুঝি নাহি বুঝি সবিস্ময়ে করি নেত্রপাত
শ্রদ্ধাভরে জোড় করি হাত
করি প্রণিপাত।

(ইংলণ্ড, ১৯২৮

একটি বসন্ত

জয়্সৃকে

সূচী

একদিন

একদিন এ সুখের হবে সমাপন
নিশাশেষে নিবে যাবে নিশার স্বপন।
কেমনে বিদায় লব ?   কী কহিব কানে ?
কতবার চুম্বিব শিয়রে শিথানে ?
কতক্ষণ চেয়ে রবো পলক না ফেলি' ?
অথবা রুধিব জল নয়ন না মেলি' ?
কোন ফুল গুঁজে দিয়ে এ হাতে ও হাতে
চকিতে চলিয়া যাব লঘু পদপাতে ?
বিদায়ের দিন, প্রিয়ে, ক্ষমা কোরো মোরে
কিছু যদি নাও দিই করে ও অধরে!
জেনো, প্রিয়ে, যা দিইনি সেও যে তোমারি
অন্তরে রহিল যাহা, অন্তরতমারই।
মনে যদি নাও রাখি তবু জেনো মনে
আরো কাছে রাখিয়াছি বুকের স্পন্দনে।

ইংলণ্ড, ১৯২৯)

মাঝে মাঝে

মাঝে মাঝে যদি আমি আর কারো পানে
আন মনে চেয়ে রই তিয়াসী নয়ানে '
জেনো, প্রিয়ে, সে আমার নয় ভালোবাসা
প্রেমের তিয়াসা নয়, রূপের তিয়াসা।
এমন সুন্দরী ধরা শ্যাম জ্যোৎস্নাবর্তা
নারী সে সুন্দরতরা সুধা-স্রোতস্বতী।
আমারে লোভায় ওরা এমন শোভায়
প্রেমের পালঙ্ক হতে মন উড়ে যায়।
তবু, প্রিয়ে, সে আমার নয় চপলতা
প্রেমের অন্যতা নয়, তৃষার অন্যতা।
হৃদয় রয়েছে বাঁধা অচল নোঙরে
চাহনি ভাসিয়া ফিরে লহরে লহরে।
তারায় তারায় খুঁজি রহস্যের আলো
তুমি মোর ধ্রুবতারা, তোরে বাসি ভালো।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

দোলা

স্মরিতেও আজ, প্রিয়ে, স্বপ্ন মনে হয়
কাল যে আনন্দ দিয়া পীড়িলে হৃদয়।
বুক পেতে সাঁতরিনু বক্ষ পারাবার
দুলিনু তরঙ্গদোলে লক্ষ শতবার।
মরি মরি সে কী দোল পতনে উত্থানে
কী অশান্ত কলরোল তার মধ্যখানে!
হিয়া দিয়ে অন্বেষিনু রমণীর হিয়া
কী হেরিনু? কী লভিনু? অনির্ব্বচনীয়া
সকল আনন্দ যেন সেইখান হতে
উৎসরি' সঞ্চরিতেছে নিখিল জগতে।
সেই সিন্ধুতল হতে বিশ্বের অমৃত
পুরুষ মথিয়া তোলে পুলক-বিস্মিত।
কামনার কামধেনু রমণীর হিয়া
তুমি মোরে পিয়াইলে তাহারি অমিয়া।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

স্মৃতি

কাল যাহা সত্য ছিল আজ তাহা স্মৃতি
তবু সে অসত্য নয় দোঁহার যে প্রীতি।
তুমি ধন্য তুমি মোরে ভালোবাসাইলে
যা চাইনি তাও দিলে যা চাই তা দিলে।
আমি ধন্য আমি তোরে ভালোবাসিলাম
পাবার অধিক ধন ফিরায়ে দিলাম।
তেমনি মহেন্দ্রক্ষণ আসিবে কি আর ?
কোটী যুগ যদি যায় সে কি আসিবার ?
আজ যাহা স্মৃতি, প্রিয়ে, কাল তা বিস্মৃতি
তবু সে অসত্য নয় দোঁহার যে প্রীতি।
সত্যেরে লেগেছে ভালো স্মৃতিরেও লাগে
বিস্মরণ সেও ভালো পূর্ণ অনুরাগে।
পূর্ণ কামনারে নাই হারাবার ভীতি
সেবিত অমৃত সে যে দোঁহার সে প্রীতি।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

ছবি

ওরে কবি তোর ছবির পসরা
ভরিয়া লইবি আয়
উৎসবময়ী সাজিয়াছে ধরা
বসন্ত নাটিকায়।
আজ পেয়ে যাবি যাহা চায় মন
এত মিঠা লাগে ভানুর কিরণ
পাখীদের সনে বনে সমীরণ
এত শিষ দিয়ে যায়।

একখানি মেঘ কোনোখানে নাই
মেঘেরা নিয়াছে ছুটী
তরী চলাচল থামিয়াছে, তাই
স্থির আছে সিন্ধুটি।
আমাদের এই শ্যাম দ্বীপটির
কূলে ছলছলে তারি নীল নীর
আমাদের গায়ে লাগে ঝির ঝির
তারি ফেন মুঠি মুঠি।

নূতনা রাধা—একটি বসন্ত

তরুর পাণ্ডু অধরে ফিরেছে
সবুজ সোনালি তামা।
চুম দিতে তার আনন ঘিরেছে
পাখীরা বিদেশীনামা।
এরা সেই পাখী যারা তোর দেশে
হেসে ফাঁসি যায় বকুলের কেশে
আকাশসিন্ধু সন্তরি’ শেষে
সাজ ফিরায়েছে শ্যামা।

ভূঁই ছুঁয়ে ছুঁয়ে ফুটিয়াছে ফুল
রূপসীর পদপাতে।
নব শিশু সম নাড়িছে আঙুল
সু-রঙীন আঙিয়াতে।
এরা নয় তোর অশোক করবী
তবু চির চেনা এরা তোর সবি
জন্ম নিয়াছে মল্লী মাধবী
পরদেশী ভূমিকাতে।

ওরে কবি আয় নিবি একে একে
সকলের পরিচয়।
সাত ভাই চাঁপা তোরে ডেকে ডেকে
মৌন বুঝি বা হয়।
এ যে আমাদের সেই আদরিণী
সূর্য্যবদনা সোনার মেদিনী
এর প্রতি তিল চিনি চিনি চিনি
প্রতিটি অঙ্গময়।

ছবি

এই আলোকের ফেনিল পিয়ালা
রাখিস্‌নে হাতে করে।
এখনি ছুটিবে সবটুকু জ্বালা
টুটিবে পিয়ালা ওরে।
প্রাণভরে এরে করে নে রে পান
এ'যে ত্রিলোকের তরলিত প্রাণ
আকাশমথিত এ অমৃত দান
পিয়াসী মেনেছে তোরে।

ছবির পসরা করিয়া উজাড়
প্রিয় রমণীর পায়
মন হতে তোর নেমে গেছে ভার
ওরে কবি ছুটে আয়।
তোর তরে হেথা মেলিয়াছে ছবি
আন জগতের আরো এক কবি
ভালোবেসে এরে শিরে তুলে লবি
এইটুকু সে যে চায়।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

আন্‌মনা

ওরা ডেকে বলে, 'কে আছো রে সাড়া দাও'
ওরা দুর্ব্বাসা, ওরা যে অভ্যাগত।
আমি আন্‌মনা তোমাতে আছিনু রত
নিজে আছি কি না নাহি জানিতাম তাও।
প্রিয়ে, ওরা গেল ফিরে
অভিশাপ দিল কি রে!

কনক তপন রজত মেঘ বলাকা
ওরা উড়ে গেল ওরা চির চঞ্চল।
নিবিড় নীলাভ মুখর গগনতল
সেও সাজ ছেড়ে আঁধিয়ারে হলো ঢাকা
প্রিয়ে, ওরা হলো ক্ষুণ্ণ
কোথা চলে গেল তূর্ণ।

জগতের শোভা ফিরায়ে দিলেম ভুলে
তোমার শোভাতে আতনু মগন থাকি'।
তুমি চেয়েছিলে শ্রবণ-পরশ-আঁখি।
জগতের শোভা দাঁড়াল তোমার কূলে।
প্রিয়ে, রহিল না থামি'
ওরা দূর পথগামী।

তুমি আজ গেছ তুমিও গেছ কি দূর!
আর কি আসিবে কক্ষে আমার ফিরি'?
তৃষা হরিবে কি হৃদয়ে হৃদয় ঘিরি'?
অভিশাপভয়ে আমি গো অতি বিধুর!
প্রিয়ে, তুমি নাই কাছে
প্রাণে কোন সুখ আছে!

তপন ওঠেনি বারিধারা ঝরে না-ও
পসারী চলেছে ক্লান্ত কথাটি হাঁকি'।
তরু-পিঞ্জরে স্তব্ধ রয়েছে পাখী।
কে আজ ডাকিবে, "সাড়া দাও, সাড়া দাও!"
প্রিয়ে, আমি আছি জাগি'
একটি অতিথি লাগি।

ইংলণ্ড, ১৯২৯)

অভাজন

আমার বেদনা কোটী কোটী নয়
শত শত নয়
শুধু দুটি শুধু দুটি।
যত ফুল ফুটিয়াছে বনময়
ত্রিভুবনময়
আমি নিতে চাই লুটি'
এক এক ক'রে দিতে চাই পূরে
প্রিয়ার চিকুরে
যেথা রবে তারা ফুটি'।

আমারে কাঁদায় চির বসন্ত
কুসুমবন্ত
রূপসুগন্ধবান।
তার আছে এত মোর নাই কিছু
মাথা হলো নীচু
বুকে বাজে অপমান।

অভাজন

সে যে সাজায়েছে তার রমণীরে
এই ধরণীরে
হেরি' জ্বলে যায় প্রাণ

প্রতি প্রভাতে সে একটি নয়ানে
চাহি' মোর পানে
উদ্ধত হাসি হাসে।
বৈতালিকেরা ত্রস্তে অমনি
তার আগমনী
গাহিয়া ফিরে আকাশে।
তার কণ্ঠের পারিজাত হার
খুলে পড়ে, আর
ফুল ফুটে যায় ঘাসে।

ওগো মোর প্রিয়া আমি অভাজন
নাই সভাজন
কনক মুকুট নাই।
মালা নাই মোর—তবে কোন মুখে
তব সম্মুখে
প্রেম নিবেদিতে যাই!
দুটি বেদনায় দুটি আঁখি ঝরে
অধীর অধরে
ধরে না গো বেদনা-ই।

নূতনা রাধা—একটি বসন্ত

আমার মনের জাল ফেলে যদি
অতল অবধি
সব সম্পদ ছাঁকি
আমার মনের বেড়া দিয়ে যদি
অসীম অবধি
সব শোভা ঘিরে রাখি
তাই লয়ে যদি তোমার ও হাতে
আমার এ হাতে
দু'খানি পরাই রাখী
তবে হয় মোর খেদের অন্ত
চির বসন্ত
সখা বলে লয় ডাকি'।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

অকৃতী

আমার দিন যায় কাজে অকাজে
আমার নিশি যায় স্বপন মাঝে।
কেন যে আসা মোর কেন যে থাকা
আমারি মনে মনে রহিল ঢাকা।
আপন পরিচয় দিলাম না যে
জীবন বহে গেল ফাঁকিতে ফাঁকা।

যার সে করে যায় পরাণ পণ
মরণে মরে না রে তারে স্মরণ।
কবি সে ছবি লেখে গানের ছাঁদে
শতেক যুগ তার ক্রৌঞ্চী কাঁদে।
আমার আজ যদি আসে মরণ
কিছু কি বাঁধা রবে কালের বাঁধে ?

এ শোভাবতী ধরা কাঁদায় মোরে
কিছুই রাখি নাই নয়নে ভরে।
নূতন লাগে সবি যতই হেরি
রূপের পারাবার রূপেরে ঘেরি।
জনমদিন মম চলে আজো রে
কিছুই চিনি নাই এ ভুবনেরি।

আকাশ ছুঁড়ে মারে আলোর সোনা
জমানো সোনা মোর যায় না গোণা।

নূতনা রাধা—একটি বসন্ত

পাখীরা গান হানে কানের কাছে
মরমে পশি গান চরণে নাচে।
পাগল করে দিল সুখ-বেদনা
প্রাণে কি আর মম চেতনা আছে!

জীবন যাবে তবু যাবে না বলা
কী মধুরতা দিল অপথে চলা।
নয়ন মুদে চলি দিকে বিদিকে
পরশি' যায় কারা নাম না লিখে।
অপথে চলা মোর নয় বিফলা
সকলে ভালোবাসে ভোলা পথিকে

"ধন্য করে দিলে জীবন মম"
কহিতে কথা রই মূকের সম।
সে বাণী বুক ছাড়ি' মুখের পানে
যখনি পাড়ি দেয় হারায় মানে।
হে মোর পরশীরা ক্ষমো গো ক্ষমো
প্রীতির প্রতিদান নাহিক গানে।

যায় রে দিন যায়, যায় রে নিশা
আমার থেকে যায় দানের তৃষা।
সকল দিতে চাই একটি স্তবে
"ধন্য এসেছিনু ধনার ভবে।"
ধনের একে একে পেয়েছি দিশা
দু'হাত খালি করে বিলাবো কবে?

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

পূর্ণিমা

আমার প্রিয়া আছে আমার ঘরে
আমার মন আছে ভালো।
আকাশ হতে খালি কুসুম ঝরে
মাটীর ফুলদানী ফাটিয়া পড়ে
ধরায় ধরে না যে আলো।

আমার পূর্ণিমা আমার পাশে
হৃদয়ে কোনো খেদ নাই।
আমার জামাখান বুনিছে তা সে
কদাচ মুখ তুলে মুচুকি হাসে
আকাশে পূর্ণিমা তাই।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

মৌন

কথায় কথা আমি কহিব না গো আর
অচল চাহনিতে কহিব।
আঙুলগুলি লয়ে খেলিব বার বার
হৃদয়ে করখানি বহিব।
সহসা মুখে তুলে সোয়াদ লবো তার
ক্ষণেক চোখ মুদি' রহিব।

আমার ভালোবাসা নিলে কি নিলে না তা
নাই বা শুধালেম জীবনে।
নিয়েছ স্নেহভরে কোলের পরে মাথা
একটি অমরণ লগনে।
হয়েছ একাধারে বধূ কুমারী মাতা
আমার ভীরু দিবাস্বপনে।

মৌন

কত যে অভিমান মরিল মন মাঝে
কত যে আশা আর নিরাশা।
তোমারে মুখ ফুটে জানাতে মরি লাজে
জানালে মিটাইতে পিয়াসা।
আমার তনুময় বাণীর বীণা বাজে
পরশে বোঝোনি কি সে ভাষা ?

যতই সাধ যায় শুনাই অনিবার
কত যে ভালোবাসা বহেছি
কহিতে গিয়া এক কহিয়া আসি আর
কহেছি যত, ভুল কহেছি।
আপনি মথি' লবে হৃদয়পারাবার
মৌন তাই আজ রহেছি।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

অসপত্ন

জীবনে আমার কত আসে যায়
তুমি থাক অসপত্ন।
তুমি জলতল-রত্ন।
হৃদয় গভীরে ততই লভি রে
যত করি অপযত্ন।
তুমি হৃদিতল-রত্ন।

ভুলে থাকি বলে ফেলে থাকি না গো
তুমি থাক মোর মর্ম্মে
নর্ম্মে অথবা কর্ম্মে।
আপদে সখি রে রাখিয়াছ ঘিরে
তোমার প্রেমের বর্ম্মে
নর্ম্মে অথবা কর্ম্মে।

অসপত্ন

মূরতি তোমার পবিত্র-করা
নয়নে আমার লগ্ন
ধেয়ানে আমার মগ্ন।
অকাজে কুকাজে কলুষের মাঝে
তুমি মোর কলুষঘ্ন।
মানসে আমার মগ্ন।

আমার জীবনে তোমার জীবন
রহিল অন্তরঙ্গে
চিহ্ন রহিল অঙ্গে।
জন হতে জনে তুমি যাবে সনে
মরণেও যাবে সঙ্গে
চিহ্ন রহিল অঙ্গে।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯

সমাপন

আমাদের প্রেমে ফুরালো কথার পালা
মন-জানাজানি কিছু না রহিল বাকী।
বাসনার দীপে নিবিল নিবিড় জ্বালা
বাসর শয়নে নীরবে নমিল আঁখি।
এবার কেবল আঁখিতে আঁখিতে লাগা
দুটিতে মিলিয়া একটি স্বপনে জাগা।

এবার প্রেমেরে সহজ করিয়া আনা
অনল হইতে আলোক ছানিয়া তোলা।
এবার প্রেমেরে মনের আড়ালে মানা
চির চেতনার চির বেদনারে ভোলা।
আসে ক্লান্তির মৌন গভীর শান্তি
এতখনে হলো উদ্দামতার ক্ষান্তি।

চুম্বনতাপ হিম হয়ে আসে ধীরে
চুম্বন ছাপ জাগিবে যামিনী ভোর।
ক'টি নিমেষের চকিত সুখস্মৃতিরে
জননীর মতো আবরিবে ঘুমঘোর।
আমাদের প্রেমে এলো মরণের বেলা
তার পরে, প্রিয়ে, বিস্মরণের খেলা।

সমাপন

মিলিত প্রেমের স্বপ্নে পোহাক রাতি
মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে রও গো মনের কাছে।
অচির মরণে চির মিলনের সাথী
এখনো তোমারে চিত্ত আমার যাচে।
প্রভাতে হেরিব তোমারি অচেনা মুখ
আমার পাশের উপাধানে জাগরূক।

আজিকার মতো ফুরালো হিয়ার দ্বন্দ্ব
জানি ভালোবাসো, জানালেম ভালোবাসি।
মৃদু হয়ে এলো অধীর আবেগ অন্ধ
মুদিত নেত্রে ভাতিল তৃপ্ত হাসি।
আমাদের প্রেমে আসিল মধুর ক্ষণ
আজি তাই তার মধুরেই সমাপন।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

কামনাপঞ্চবিংশতি

শ্রীকালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী

কবিকরকমলেষু

সূচী

প্রণাম

যে নারী পূরায় বাঞ্ছা অন্তরযামিনী
তাহারে প্রণাম।
সে নয় বিভবলুব্ধা সামান্যা কামিনী
তাহারে প্রণাম।
ঊর্দ্ধ হতে বর্ষে সুখ কল্পতরু প্রায়
স্বর্গ হতে পারিজাত শিয়রে ঝরায়
আপনি লুকায়ে থাকে সলজ্জ দামিনী
তাহারে প্রণাম।
প্রণাম হাসিয়া লয় যে ঊর্দ্ধগামিনী
তাহারে প্রণাম।

সহস্র বর্ষের তপে সে ক্ষণিকপ্রভা
ক্ষণকাল উরে
চঞ্চলা লক্ষ্মী সে আনে বৈকুণ্ঠের শোভা
প্রেমিকের পুরে।
দিয়ে যায় যুগান্তের প্রার্থিত দর্শন
নিঃস্বের করামলকে দুর্ব্বহ কাঞ্চন
আপনারে দিয়ে যায় সুচির দুর্লভা
ক্ষণযুগ জুড়ে।
অসহ্য সৌভাগ্য দিলে অমর্ত্ত্য বল্লভা
মনোবাঞ্ছা পূরে।

নূতনা রাধা—কামনাপঞ্চবিংশতি

যে লক্ষ্মী কামনাযজ্ঞে সহিতগামিনী
তাহারে প্রণাম।
সে নয় প্রসাদভিক্ষু সামান্যা কামিনী
তাহারে প্রণাম।
নূতন তপস্যা দানি' সহস্র বর্ষের
সমাপন করি' যায় ক্ষণিক হর্ষের
গুণ্ঠন টানিয়া দেয় নিষ্ঠুরা স্বামিনী
তাহারে প্রণাম।
কোথা সে লুকায়ে যায় ক্ষণসৌদামিনী
তাহারে প্রণাম।

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

আকস্মিক

না চাহিতে দিলে কেন দু'খানি চুম্বন
কহিলে না ডেকে
নয়নের নিদ গেছে নিদের স্বপন
মসীরেখা এঁকে।
লাজে করি নাই মানা
বলি নাই ছি ছি না না
কিছু কি ভাবিলে মনে পরে কিছু খন
হাতে মুখ ঢেকে?

এখনো রয়েছে যেন শ্রীমুখের ছাপ
নামাবলীসম
কপোলে দাগিয়া গেছে কী মধুর পাপ
সুকলঙ্ক মম।
আরো আরো আরো যদি
দিতে আহা নিরবধি
আমার মুছিয়া যেত সব মনস্তাপ
ওগো প্রিয়তম।

নূতনা রাধা—কামনাপঞ্চবিংশতি

তনুখানি সঁপে দিতে খেদ মোর নাই
তুমি যদি চাহ
মুখমদ বরিষণ দাও গো, নিবাই
প্রাণভরা দাহ।
শিহরণে শিহরণে
মরিব সুখমরণে
চুমি' চুমি' দাও তুমি তড়িৎ প্রবাহি'
করি অবগাহ।

হায় রে লালসাতুর হৃদয়ের ভাষা
শেষ নাহি তার
একবার যদি পায় কিছু ভালোবাসা
চায় শত বার।
যে দিল আপনি দিল
দানের স্মৃতি ভুলিল
তাহারে শুনাই কেন কামনার ভাষা
একান্ত আমার!

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

অপেক্ষা

আমি চেয়েছিনু একটি কণিকা সুখ
তুমি দিয়ে গেলে কত না সুখের কণা।
লজ্জায় আমি কোথায় লুকাব মুখ
ওগো কহ আমি এত কি করিব সোনা!
উল্লাসে যদি বিদরে আমার বুক
মুগ্ধের মত সকলি কি হারাব না?

আমি কহেছিনু, "সময় কি আজ হবে?"
তুমি কহিলে যে, "কাল হতে আছি জাগি।"
চরণ চুমিতে কর বাড়াইনু যবে
দুটি কর নিলে কোলের উপর মাগি।
বিদায়ের রবি নিবিল যখন নভে
মিলনগোধূলি তখনো রহিল লাগি।

কে কবে পেরেছে বিদায়েরে দিতে বাধা?
যত বাধা দিই তত কাঁপি তার ডরে
সহসা কহিলে, "আজিকে রহিল আধা
বাকী আধা হবে কোটি জনমের পরে।"
নয়ন মুদিয়া রুধিনু উছল কাঁদা
চেয়ে দেখি তুমি কখন গিয়াছ সরে।

নূতনা রাধা—কামনাপঞ্চবিংশতি

একটি রজনী তোমারে করেছি ধ্যান
জপ করিয়াছি তোমার প্রতিটি কথা
অবোধের মত করিয়াছি অভিমান
কেন তুমি মোরে দিলে বিদায়ের ব্যথা।
কোটি জনমের হয়নি কি অবসান
কোটি তারকা কি হয়নি অস্তগতা ?

তোমার ভাবনা আমার ভরেছে মন
তোমার বিরহ আমার হরেছে হাসি
তবুও কেমনে করিব বিস্মরণ
তুমি যে আমারে দিয়েছ স্থখের রাশি।
ধন্য গো তুমি বদান্যতম জন
মোরে রেখে গেছ তোমার আসার আশী

সেই আশা লয়ে উন্মুখ মম হিয়া
মেঘ ঢাকা দিনে সূর্য্যমুখীর মত
কোটি দিন যদি যায় হেন দুখ দিয়া
দিবে না ত দুখ তুমি স্থখ দিলে যত।
তেমনি প্রচুর দানের আশায় প্রিয়া
বিরহ আমার মধুর হয়েছে কত !

ইংলণ্ড, ১৯২৯)

বিরহমিলন

শয়নের শেষ চিন্তা প্রভাতের প্রথম ভাবনা
আজ তারে পাব কি পাব না!
যদি পাই তবে
সে কি কাছে রবে!
যদি কাছে রয়
কথা নাহি কয়!
যদি কয় যে কথা চাইনি
সারাক্ষণ মনে হবে তারে আমি পেয়েও পাইনি।

যদি তারে নাহি পাই—সে যে নারী, সে যে মরীচিকা
তার ভালে 'নাই' 'নাই' লিখা
—তবু তারি কাছে
মন পড়িয়াছে।
তারি পদধ্বনি
নিজ বুকে গণি।
যতক্ষণ বাহিরে চেয়েছি
ততক্ষণ অন্তরের অন্তঃপুরে না পেয়ে পেয়েছি।

নূতনা রাধা—কামনাপঞ্চবিংশতি

আধেক সে একা মোর স্বজন সে একাকী আমার
আধেক সে তার আপনার।
যে আমার জন
ভরিয়াছে মন।
যে আমারনহে
কাঁদায় বিরহে।
দোঁহারে বেঁধেছি দুই হাতে
যে রমণী দূরে আর যে রমণী ঘুরে মোর সাথে।

এই ভালো এই ভালো এ আমার বিরহমিলন
মুখে হাসি মরমে জ্বলন।
পাই, নাহি পাই
গান গেঁথে যাই।
সুরটি আমার
কথাগুলি তার।
পরাই এ মালাখানি কারে ?
আধা তার আপনারে, বাকী আধা আমার তাহারে

(ইংলণ্ড, ১৯২৯

বসন্ত শেষ

তোমারে যত দিয়াছি গান প্রেমের মধুমাসে
তাহাতে তুমি নাই
দিয়াছি মধুমক্ষিসম গুঞ্জরিত শ্বাসে
আপন বাসনাই।
দিয়াছি বনপক্ষী সাথে দক্ষিণ বাতাসে
ওরা যা দেয় তাই
একটি সুরের একটি কথা অসংখ্য আভাসে
"চাই গো আমি চাই।"

চাবার পালা ফুরালো আজ, পাবার যত পেনু
তাহাতে তুমি নাই
পেয়েছি মধুমক্ষিসম তোমার দেহরেণু
আপন বাসনাই।
চৈত্র গেছে সাথীরা নাই থেমেছে বীণাবেণু
আমিও যদি যাই
যাবার আগে জানায়ে যাব কিসের লাগি এনু
কী লভিনু ছাই!

নূতনা রাধা—কামনাপঞ্চবিংশতি

যে-তুমি থাক আপন মনে স্বপনবিহারিণী
সে-তুমি নাই গানে
আমার মনের আলিঙ্গনে ছন্দিতে পারিনি
তোমার মনের ধ্যানে।
অচেনা নারী অঙ্কে যেন বঞ্চিনু যামিনী
চাহিনি তার পানে
জাগিয়া যেন শুধাই তারে, আনন্দরূপিণি,
কে তুমি কও কানে।

হে একাকিনী, কেবা জেনেছে সত্য পরিচয়
কেবা জানাবে গানে
ভক্ত আপন মনের মতো মূর্তি বিরচয়
আপন তৃষ্ণা হানে।
যেই অমৃত দিলে বন্ধু দিলে গো প্রাণময়
সেই প্রসন্ন দানে
স্পর্শ তোমার রইল লেগে। হে চিরবিস্ময়,
তুমি সে কোনখানে!

(ইংলণ্ড, ১৯২৯)

অতৃপ্ত

কোন রমণী আমার একার
কোন রমণীর একা আমি
এই খুঁজেছি দিবসযামী।
হায় রে দিবস ব্যর্থ বিবশ
হায় রে যামী শূন্যগামী
পেলেম কি তার দেখা আমি!
হায় গো প্রিয়ে তোমায় নিয়ে
অন্তরেতে একা আমি!

কতবার যে হলো মনে
এই বুঝি বা এই বুঝি বা
এমনিতর রাত্রি দিবা।
কেউ রূপসী কেউ শ্রেয়সী
কেউ দেবতা অপ্সরী বা
আমার তাতে তৃপ্তি কিবা!

নূতনা রাধা—কামনাপঞ্চবিংশতি

আপন মানুষ যাচে যে জন
কী হবে তার লক্ষ্মীই বা !

নাই রূপেতে নাইক গুণে
কিচ্ছুতে নাই তৃপ্তি মম
পদ্মিনী গো, আমায় ক্ষমো
পদ্মিনী গো, মুগ্ধ অলি
বন্দী অলি জানায় নম !
মুক্তিসুখলুব্ধে ক্ষমো।
আপন মানুষ মিল্‌ল না যার
দুঃখী কেবা তাহার সম !

(ইংলণ্ড, ১৯২৯—পরে পরিবর্দ্ধিত)

চাওয়া ও পাওয়া

চাওয়া যখন নিরাশ হয়ে
সত্য করে থাম্‌বে
পাওয়া তখন আসমানী ফুল
স্বর্গ হতে নাম্‌বে।
তপ্ত দিনের অবশেষে
নাম্‌বে বাদলধারার বেশে
বাষ্প হয়ে যা ছিল তা
বন্যা হয়ে নাম্‌বে
পূর্ণ হিয়া ভাব্‌বে প্রেমের
এ পাওয়া কি থাম্‌বে!

যে কামনা জ্বল্‌ছে প্রাণে
ক্লান্ত হয়ে ঢল্‌বে
তখন বাতায়নের পথে
জ্যোৎস্না এসে ঝল্‌বে।
উচ্ছ্বসিত আলোর জোয়ার
ভর্‌বে গৃহ ভাঙ্‌বে দুয়ার
তৃষ্ণা হয়ে যা ছিল তা
তৃপ্তি হয়ে ঝল্‌বে
দীপ্ত হিয়া ভাব্‌বে প্রেমের
এ শিখা কি ঢল্‌বে!

(জাহাজ, ১৯২৯)

কালের শাসন

জন্ম সকে

সূচী

চেনাশোনা

মানবের দেশে শুধু চিনিতে শুনিতে
যায় বেলা—পরিচয় দিতে ও লইতে।
এ যেন কুটুম্বালয় ; এর ঘরে ঘরে
যাই, দেখি, দেখা দিই ; কভু যুক্ত করে
কভু স্নিগ্ধ চোখে। কাছে বসি' কিছুকাল
শুধাই কুশল প্রশ্ন। সম্বন্ধের জাল
ধীরে বোনা হয়। তখন উঠিয়া বলি
"তবে আসি"। আসক্তিরে টেনে টেনে চলি
ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে। এই মত যায় বেলা
মানবের দেশে শুধু "চেনাশোনা" খেলা।
কোনো কাজে লাগি নাই। দিই নাই কিছু
আমি চলি' গেলে যাহা রবে মোর পিছু।
সাথে এনেছিনু কত, বেলা নাই দিতে
রহিল আমার দান আমার ঝুলিতে।

কণ্টিনেণ্ট, ১৯২৯)

গ্যয়টে

ঋষি, তব স্থিরদৃষ্টি উদ্বেগকাতর।
সত্যের গোধনগুলি আসে নাই ঘর ;
রজনী গভীরা হলো। ক্বচিৎ নিরাশ
হেরিতে লেগেছ যেন ঊষার আভাস।
অসমাপ্ত অন্বেষণ নিতে হবে তুলে
কাল প্রত্যুষেই। আসন্ন সুপ্তিরে ভুলে
যেতে হবে আজিকার মতো। দৃষ্টিশিখা
জ্বলে তাই খরতর। ধূম মসী লিখা
নয়ন প্রদীপতল স্ফীত হয়ে উঠে ;
সংকল্প প্রহর জাগে বদ্ধ ওষ্ঠপুটে।
হে ঋষি, সত্যেরা তব অদূরেই আছে
তিমিরবিভিন্ন, সুপ্ত। সাড়া দেবে কাছে
রজনী পোহালে কাল।—তাও তুমি জানো,
তবু তব শুভ্র মুখ চিন্তা জ্বরে ম্লান।

(কন্টিনেণ্ট, ১৯২৯)

রাফেল

মহাশিল্পী, আমি কথা দিনু, আমি লব
সৌন্দর্য্যের দায়। সোনার তুলিকা তব
আমি তুলি' লব। চির সৌন্দর্য্যের ক্রুশ্
বহিব হৃদয়ে বক্ষে রজনী দিবস।
অবসাদ মানিব না, তৃপ্তি জানিব না,
কল্পনায় আনিব না মুক্তির বাসনা
যদি না আপনি মুক্তি আসে মৃত্যুসম।
কোনো সুখ ভুলাবে না এ বেদনা মম,
কোনো দুঃখ টলাবে না একাগ্র এ ধ্যান।
জীবনের সাথে দিব জীবনের দান
অমিত সৌন্দর্য্য—বিশ্বের ক্ষুধার অন্ন,
বিশ্বের আজন্ম তীব্র তিয়াসার স্তন্য।
তারপরে চলে যাব ; যুগ যাবে ; শেষে
দান মুছে যাবে। শুধু দায় রবে হেসে।

কন্টিনেণ্ট, ১৯২৯)

বিদায়ের পরে

দিনগুলি যার তার হোক
রাতগুলি তোমার আমার
যত কথা মনে মনে থাকে
মুখোমুখি বলিয়া যাবার
তারপরে নিজ নিজ ঘরে
চলিয়া যাবার।

তারপরে স্বপনে মিলন
(*সে মিলন আজো ঘটে, রাণি*)
যত কথা বলা নাহি যায়
কেমনে সে হয় জানাজানি।
ভাষাহীন আশা ও তিয়াসা
ইঙ্গিতে বাখানি।

আজ রাতে তুমি কোথা প্রিয়ে
অকূল পাথারে আমি একা
যত দূর চোখ মেলে চাই
চোখ দুটি যায় না তো দেখা।
এত বড় আকাশেতে নাই
ও আঁচল রেখা।

বিদায়ের পরে

সমুখের পানে চলি যত
তোমা হতে দূরে দূরে সরি
একবার ঘাট যদি ছাড়ে
ফেরে না গো জীবনের তরী।
বিরহের ফাঁক শুধু বাড়ে
দিন দিন ধরি'!

মিছে কথা 'আবার মিলন'
কে কবে মিলেছে পুনরায়!
কোনো দিন ফিরে যদি পাও
কার নামে কারে পাবে, হায়!
তার সনে নবতন প্রেম
নূতন বিদায়।

কে জানে গো সে কেমন প্রেম
কোন দেশ কী বেশা যামিনী!
হয় তো বকুলবীথিকায়
ফুটিয়াছে করবী কামিনী।
আন্‌মনা আমারি মতন
আমার ভামিনী।

মনে যেন পড়েছে দোঁহার
গত জনমের কত স্মৃতি
দিনময় হাত ধরে চলা
রাত করে কথা বলা নিতি
বহু কাজ বহু অবসর
বহুতর প্রীতি।

জীবনের সেই সত্যযুগ
হুটি মনে ঘনায়ে আসিবে
অকস্মাৎ দেশকাল ভুলে
ঘনতর ভালো কি বাসিবে ?
বিভ্রম টুটিয়া গেলে পরে
অশ্রুতে ভাসিবে।

কে জানে গো সে কেমন প্রেম
কোথা রাত কবে পরিচয়
যত দূর মন মেলে ভাবি
আজ নয়, আজ সে তো নয়।
আজ রাতে তুমি নাই সাথে
কাটে না সময় !

(জাহাজ, ১৯২৯)

ভারতের পথে

এবার চলেছি নিজ দেশে
ভারতের ছায়াতরুতলে
ধ্যানী যেথা মীলিত লোচন
প্রকৃতিরে মানা দেয় হেসে
স্বামী যেন কামিনীরে বলে
"ওগো তুমি থাম কিছুখন।"

হে আমার নব আবিষ্কার
হে মহান হে চির স্বাধীন
হে প্রেমিক মহা কারুণিক
খোলো খোলো তব সিংহদ্বার
তুমি নহ কারো হতে দীন
তুমি নহ ভিখারী ধনিক।

তোমার উদার তরুতল
তোমার সুঅনুগতা সতী
পতি সে মুক্তির তপে রত
বনিতা ভাবিছে কত ছল
সে তব মানিনী প্রেমবতী
হে ভারত কোথা তব ক্ষত ?

সুখে তুমি পরিয়াছ চীর
মন তবু কটীবাসে নাই

নূতনা রাধা—কালের শাসন

তন্ময় রয়েছ শরবৎ
কুশাসনে বসিয়াছ স্থির
কত না শতাব্দী ধরে তাই
তব দ্বারে অতিথি জগৎ।

অতিথি দস্যুর ছদ্মবেশে
আসে যায় শত শত বার
মুঠাভরে যত সোনা লয়
তত সত্য লয় অবশেষে।
অফুরাণ তোমার ভাণ্ডার
যত ধন যায় যত রয়।

আমরা ভাবিয়া হই সারা
সে মোদের ভাবনাবিলাস
তুমি দেব অজর অমর
তোমারে রুধিতে নারে কারা
তোমারে টলাতে নারে ত্রাস
অপমানে তুমি অকাতর।

হে ভারত তোমার ধ্যানের
তোমার তনয়ে করো ভাগী
মোরে দাও বীজমন্ত্র তব।
অর্থহীন ধনের মানের
হব না হব না অনুরাগী
জনকের যোগ্য সুত হব।

(জাহাজ, ১৯২৯)

অমৃতের গান

ক্রোধে ক্ষোভে দুশ্চিন্তায় বিষায়িত প্রাণ
তবু প্রাণ ভরে বাজে অমৃতের গান।
দুটি কর জোড় করি' আকাশে প্রণমি।
ধন্য এ জগৎ, ধন্য হয়েছি জনমি'!
কত যে ক্রূরতা এর, কত কুটিলতা
তবু এ আমার দেশ, আমার দেবতা।
হৃদয়ে জ্বলিতে থাক্ বহ্নি অনির্ব্বাণ
সেই সন্ধ্যাদীপ লয়ে গাই স্তবগান।

আমি আছি—এই মম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ
আমারে সকল শোকে সম্পূর্ণ রাখুক।
যে শত সৌভাগ্য পেনু কিছু ভুলিব না
সেই ঋণ নিশিদিন হানুক বেদনা।
ধাবমান কালস্রোত যে ঘাটেই নিক্
আত্মবিস্মৃতির কূপে রবো না ক্ষণিক।
সকল তুচ্ছতা মাঝে আপন উচ্চতা
স্মরণ করিয়া মোর লজ্জা পাক্ ব্যথা।

(জাহাজ, ১৯২৯)

ভবিষ্যৎ

তোমারে স্মরিব আজ অনন্ত অমোঘ ভবিষ্যৎ
আমার সত্তার ভবিষ্যৎ
লক্ষ বর্ষ পরে জানি পূরিবে প্রত্যেক মনোরথ
পূরেনি যতেক মনোরথ।
বার বার ব্রতভঙ্গ করে মোরে নিয়ত বিধুর
সিদ্ধি সে হাতের কাছে তবু মুষ্টি হতে চির দূর
দীর্ঘতন অক্ষমতা আশা-নাশা স্বপ্নাবেশ-ভাঙা
ওষ্ঠের রক্তিমা লয়ে চক্ষু মোর করিয়াছে রাঙা
সেই চক্ষে যাহ হেরি তাই যেন প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ
নাই আর ধরণীতে নাই আর রমণীতে রূপ।

তোমারে স্মরিব তাই অবশ্য-সম্ভব ভবিষ্যৎ
আমার আত্মার ভবিষ্যৎ
তোমাতে রয়েছে মোর তপস্যার প্রার্থিত জগৎ
তব কাছে গচ্ছিত জগৎ।
একদা লভিব জানি এই ভুজে ইন্দ্রের শকতি
এই চিত্তে উদ্ভাসিবে সিদ্ধার্থের নির্ব্বাণ-মুকতি
ক্ষমায় নমিবে আর করুণায় ক্ষরিবে লোচন
শির উন্নমিবে ঊর্দ্ধে, আত্মজয়ে সুপ্রসন্ন মন।

নয়ন মুদিলে পাব অন্তরের ঐশ্বর্য্যের দিশা
আপন অমৃত পিয়ে মিটাইব আপনার তৃষা

হে আমার পরমায়ু, অলঙ্ঘ্য অমেয় ভবিষ্যৎ
আমার বিধাতা ভবিষ্যৎ
অমর তুমি ও আমি একত্র চলেছি এক পথ
তুমি মোরে দেখাইছ পথ।
হে সারথি, মোরে তুমি অনুক্ষণ দিব্যদৃষ্টি দেহ
অনুক্ষণ বলো কানে—দীন যারা দীন নহে কেহ
অপমানে নীল যারা মনে প্রাণে মানী তারা তবু।
কাপুরুষ ? সেও জানি আপনার ভাগ্যধর প্রভু।
মিথ্যা এ আমার ক্লৈব্য, একা এ আমার চিন্তাজ্বর
অভাব কাহারো নাই, সূর্য্যালোকে সবাই ভাস্বর।

স্পষ্ট হও, স্পষ্ট হও, অস্পষ্ট আচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ
বিশ্বের মঙ্গল ভবিষ্যৎ
সব সত্য সত্য নয়, সব স্বপ্ন নয়কো অ-সৎ
সব স্বপ্ন নয়কো অ-সৎ।
ছদ্মবেশী মিথ্যা যবে দর্পে করে দৃষ্টি অধিকার
তারে আমি করিব না সত্যভ্রমে নিত্য নমস্কার।
তোমা পরে রাখি' আঁখি ধীরে ধীরে হব আগুয়ান
বিশ্বাস করিবে মোরে সংশয়ীর চেয়ে বলবান।

দিনে দিনে বিস্তারিবে ধ্যাননেত্রে দিগ্বলয় সীমা
একদা চকোর পাবে মর্ত্ত্যলোকপ্লাবিনী পূর্ণিমা

তোমারে স্মরিব নিত্য কুবের-ভাণ্ডারী ভবিষ্যৎ
আমার ভাণ্ডারী ভবিষ্যৎ
সংকল্পের তৃতীয়াক্ষি রবে মম ললাটে জাগ্রৎ
শয়নের স্বপ্নেও জাগ্রৎ।
বিশ্বের সকল তীর্থে অবিশ্রাম চলিয়াছে হোম
তাই এ সাগর নীল তারি ধূমে নীল এই ব্যোম।
দেহদুর্গে একা থাকি তাই বলে করিব সন্দেহ?
অদুর্ব্বল সাধনায় ক্ষয়ে যাক্ প্রাণ মন দেহ।
আজ যাহা মিলিল না কাল তাহা মিলিবে বলেই
যা চেয়েছি সব পাব যা দেবার সব যদি দেই।

(জাহাজ, ১৯২৯

আমি

আপনা মাঝারে চাহি' রহিনু থমকি'।
মোর মাঝে এও আছে! হে আমার আমি,
সুন্দর করেছে বিশ্ব তারা-শুভ্র যামী
দূরের দখিনা বহে দমকি' দমকি'
চূত তরুতরুণীর আহ্বানে চমকি'।
পিকবধূ সে বুঝিবা পেল তার স্বামী।
মিলনলজ্জায় তার বাণী গেছে থামি'।
সুন্দর ভুবন—তবু তোমার সম কি?

মুকুরে যাহারে হেরি সেও তো সুন্দর
সুন্দর মেনেছে তারে সুন্দরী রমণী।
কাহারে আকুল করে তার কণ্ঠস্বর
উন্মনা করেছে কারে তার পদধ্বনি।
সুন্দর বাহির—তবু তা হতে সুন্দর
আমার অন্তরলোক; সৌন্দর্য্যের খনি।

১৯৩০

পাখীরা

উহাদের নাই কোনো কাজ
সারা বেলা খালি ডাকাডাকি।
শাখা হতে শাখাতে ঝাঁপায়
পাতাদের খামোখা কাঁপায়।
নিজ মনে উহারা নিলাজ
কী যে এত বকে থাকি' থাকি'
কেমনে বুঝিব আমি হায়
আমি নই পাখী

খেয়ালের সাথে উড়ে যায়
খেয়ালীরা দেশ হতে দেশে।
সব দেশ উহাদের জানা
কোনো দেশে কোনো নাই মানা।
যেথা যায় সেথা পুনরায়
এমনি আকুল হয় হেসে।
সম্বল দুইটি শুধু ডানা
দেশে ও বিদেশে।

পাখীরা

সারা পথ ডেকে ডেকে চলে
যারে ডাকে সে কেমন প্রিয়া !
সুর চিনে সাড়া দেয় সুরে
রূপ তার হেরেনি কভু রে
সুরের মিলনমালা গলে
দু'জনায় অশরীরী বিয়া।
সারা পথ সাড়ায় উছলে
আহ্বানে ভরিয়া।

উহাদের সুন্দর ভুবন
আমাদের ভুবনেরি পাশে।
প্রতিবেশী—রোজ দেখা হয়
তবু নাই ভালো পরিচয়
উহাদের সহজ জীবন
আমাদের সহজে না আসে।
মোরা করি বাঁধিয়া আপন
ওরা ভালোবাসে

(১৯৩০)

বসন্তদিবা

অন্যমনে থাকি আর বসন্তের দিন
কখন জাগিয়া উঠে বৈতালিক গানে
কখন সদলে যায় নীলাকাশ স্নানে
সিংহাসনে আসি' হয় কখন আসীন
মধ্যাহ্নের মদির বিজনে তন্দ্রাধীন
ছায়া-চন্দ্রাতপ তলে ক্ষণসুপ্তি মানে।
কখন উঠিয়া চলে সন্ধ্যার সন্ধানে
পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে প্রিয়বাহুলীন।

অন্যমনে থাকি, তবু মনের আড়ালে
কাকলী জমিছে আসি' বিহগ সবার
যেথা যত ফুল ফোটে বিহানে বৈকালে
সকলের বাস জমে নাসায় আমার।
এবারের মতো বিশ্বে বসন্ত ফুরালে
মোর চিত্তে রবে তার আনন্দসম্ভার।

(১৯৩০)

কালবৈশাখী

ঝরা পাতাদের ঝড়। দুরন্ত পবন
ধূলারে করেছে তাড়া। পথতরুগণ
গায়ে গায়ে ঢলে পড়ে, ঝরায় মুকুল।
আকাশ পরেছে আজ ধূসর দুকূল।
খরতর খরতর বায়ুবীণা বাজে
ঘন ঘন ঝন ঝন। সে সঙ্গীত মাঝে
ডুবে গেছে পিককুহু, বায়সের রব,
ছাগশিশুটির স্বর, গাড়ীর গরব।
এই যেন নিখিলের আসন্ন প্রলয়-
আগমনী। আজিকার নিষ্ঠুর মলয়
কাল হবে করাল সৈমুম, মরুচর।
বড় বড় বনস্পতি কাঁপে থরথর
তারি দাপে। আকাশ কিংশুকবর্ণ হবে।
দুর্দ্দিন পড়িবে ভাঙি' অচিরাৎ ভবে।
ওরে কবি, ত্বরা কর্। তোর কুহুতান
দ্রুতকণ্ঠে সারা হোক্। বৃহত্তর গান
তোমারে করিবে মৌন। সেদিনের তরে
বাহুতে রহুক বীর্য্য, ধৈর্য্য অন্তরে।

(১৯৩০)

অপূর্ণ

তোমার প্রবল প্রেম আজো মোরে নিখুঁৎ করেনি
সেই মোর খেদ।
স্নাতকের তনু ধোয় অনুদিন প্রেমের ত্রিবেণী
তবু কেন ক্লেদ ?
এখনো রয়েছে ভয়—হৃদয়ের গূঢ়তম মসী—
আদিম কলঙ্ক।
কত মিথ্যা ভাবনা যে তব প্রাপ্য কেড়েছে, প্রেয়সী,
জুড়েছে পালঙ্ক।
আচার সংযত নয় বিচার উদার নয় আরো
জিহ্বাগ্রে চাতুরী
এত যার অপূর্ণতা তার প্রাণে ফোটাতে কি পারো
প্রেমজ মাধুরী !
উচ্চতম ব্রত যার তুচ্ছতম ঈর্ষার ঘর্ষণে
চূর্ণ হয়ে যায়
তারে স্নান করায়েছ বৃথা তুমি চুম্বন বর্ষণে
অজস্র ধারায় !
সে নয় দুর্ভাগা যারে কভু লক্ষ্মী না দিলেন বর।
সেই ভাগ্যহীন
লক্ষ্মীর বরণমাল্য পেয়ে যেবা হলো না ঈশ্বর
রয়ে গেল দীন।

(১৯৩০)

দিনান্ত

সকলের শ্রেষ্ঠ প্রেম সেও মানে কালের শাসন
তাই মোরা কেহ কারে করিব না অপ্রিয় ভাষণ
প্রেম যবে ঢলে অস্তাচলে।
কহিব, এই তো ভালো, দিনমান ভালোবাসিয়াছি
ভোরে জাগা দুটি পাখী অবিরাম কল ভাষিয়াছি
শেষ বার ডাকি 'প্রিয়' বলে।
কহিব, প্রগাঢ় প্রেম তার সাক্ষী প্রগাঢ় বিস্মৃতি
পরিপূর্ণ জাগরণ ঘনঘোর নিদ্রায় প্রতীতি
জীবনের প্রমাণ মরণে।
আমরা রাখিনি ক্ষোভ সময়ের পিয়েছি অমিয়া
হৃতসার স্মৃতিভাণ্ড—তার মায়া কাটাইব, প্রিয়া,
কেহ কারো রবো না স্মরণে।
দু' খানি অধরপুটে একটি চুম্বন বিনিময়
তার পরে স্মৃতিলোপ, তুমি আমি কেহ কারো নয়
আমাদের মধুর বিচ্ছেদ।

হয়ত নিযুত বর্ষে কোনো দূর নীহারিকালোকে
চারি চোখ এক হলে আমাদের প্রেমোজ্জ্বল চোখে
কালের কজ্জল হবে ভেদ।
কহিব, এই তো মোরা যেইরূপ সেইরূপ আছি
আদি যুগ হতে যেন এইরূপ ভালোবাসিয়াছি
মিলিয়াছি অনন্ত মিলনে।
ভুলিব, প্রত্যেক প্রেম অপর প্রেমের বিস্মরণ
নিযুতের কুঞ্জে মোরা পালা করে রাখি নিমন্ত্রণ
একই কথা কহি জনে জনে।

(১৯৩০)

লিপি

লীলাকে

সূচী

আমরা

মোদের সাধন মুক্তি বাঁধন
সমান মোদের কাঁদন হাসি
কখন কুলায় গগন ভুলায়
কখন গগন কুলায়নাশী।
মহান জীবন মহান মরণ
মোদের প্রেমের তুল্যাভরণ
আমরা দু'জন রসিক সুজন
সকল রসই ভালোবাসি।

এতই বৃহৎ নয় গো জগৎ
গড়বে আড়াল দোঁহার মাঝে
সুদূর অদূর সমান মধুর
বিয়ের বাঁশি নিত্য বাজে।
চোখের দেখা ভাগ্যে লেখা
নেই বলে কি রইব একা ?
আমরা দু'জন রসিক সুজন
লিখব রসের লিপিকা যে।

১৯৩০)

শূন্য বাসর

তুমি আছ দূরে তবু মম পুরে
মনোমতো রচি শয্যা
অতি সযতন করি প্রসাধন
অভিনবতর সজ্জা।
তুমি যদি আস না বলে
হেরিবে তোমার পরিতোষণার
অবহেলা নেই তা বলে।

হই সুন্দর রই সুন্দর
করি সুন্দর সৃষ্টি
তব তনুরুচি তনু মোর শুচি
অনুরঞ্জিত দৃষ্টি।
সহসা, সজনি, আসিলে
হেরিবে সে জন তেমনি সুজন
যারে তুমি ভালোবাসিলে

শূন্য বাসর

বিরহের ব্যথা সে যে সর্ব্বথা
মিলনের মতো মালিনী
মিলনেরি মতো সেও অবিরত
মুকুলদলের পালিনী।
তুমি যদি আস আজিকে
কণ্ঠে পরাব বিরহ বিকচ
রক্ত কমলরাজিকে।

(১৯৩০)

সকলের

আমাদের সুন্দর প্রণয়
সে তো শুধু আমাদের নয়।
নিখিলের সকলের তরে
তারে মোরা আনিয়াছি ঘরে
নিখিলের সকলের ধন
আমাদের বিরহ মিলন।
আমাদের পরম বিস্ময়
সে তো শুধু আমাদের নয়।

আমাদের যত শত সাধ
উহাতে সবার আশীর্ব্বাদ।
আমাদের সকল স্বপন
সকলের হিয়াতে গোপন।
নিখিলের মরম বাসনা
মিটাইব আমরা দু'জনা।
আমাদের যৌবনের স্বাদ
উহাতে সবার আশীর্ব্বাদ।

তাই মোর একাকী দিবস
নয়, প্রিয়ে, বিষাদে বিবশ।
জানি জানি নিখিলের প্রাণে
ব্যথা মোর কী বেদনা হানে
মমতায় দ্যুলোক ভূলোক
শিরে মোর বুলায় পুলক।
হেতুহীন সহজ রভস
ভরিয়াছে একাকী দিবস।

(১৯৩০)

সৌন্দর্য্যস্নান

দিবসের শত নিত্য কাজ
ভাবনার মাঝ
কোনো মতে করে নিতে হয়
একটু সময়
ত্রিদিবের রূপ সরোবরে
সিনানের তরে
যাতে তুমি আরো মোরে আরো
প্রণয়িতে পারো।

তিন সন্ধ্যা করিয়াছি সার
লোচনাভিসার।
বালারুণ উদয় মাধুরী
করিতেছি চুরি।
গগনের নীলপদ্ম মধু
পান করি, বধূ।
গোধূলির হেমাঞ্জন আঁকি'
রঞ্জি মোর আঁখি।

সৌন্দর্য্যস্নান

রজনীর রূপ পারাবার
এমনি অপার
নিরাশায় দাঁড়াই নিশ্চল
বিমনা বিহ্বল।
ক্লান্তিতে চরণ পড়ে নুঁয়ে
শেষ পাতি ভূঁয়ে।
কূল যার নয়নে না পাই
স্বপনে ধেয়াই।

১৯৩১)

আমাদের প্রেম

আমাদের প্রেম পদ্মপাতায় তরল মুক্তাফল
টলমল টলমল।
তাই তারে লয়ে চির শঙ্কিত
মৃণালছত্র রহে কম্পিত
কাঁপায়ে সরসীতল।
চির শঙ্কিত, তবু সে ধন্য
পরম পরশ পুলক জন্য
একাগ্র অবিচল।

আমাদের প্রেম প্রিয়বাহুপাশে ভোরের স্বপনসুখ
পলায়ন উৎসুক।
তাই তারে লয়ে চির শঙ্কিত
নয়নপত্রে রহে কম্পিত
কপট তন্দ্রাটুক্।
চির শঙ্কিত, তবু সে পাগল
আঁখির দুয়ারে দিয়াছে আগল
অতিসুখ উন্মুখ।

আমাদের প্রেম

আমাদের প্রেম মুক্ত স্বাধীন নন্দনবন মৃগ
মোরা তারে বেঁধেছি গো।
তাই তারে লয়ে চির শঙ্কিত
কুটীরাঙ্গন পরিকম্পিত
সেথা সে বাঁচিবে কি গো!
চির শঙ্কিত, তবু কী আশায়
পরায়ে দিয়াছি সেই বিপাশায়
সোনার বন্ধনী গো।

(১৯৩১)

তুমি আমি আছি

হে আমার প্রেম, দিবসের শত কাজে
বাহিরিতে হয় মহাজনতার মাঝে
যেথা কোটি শশী ভানু
কোটি অণু পরমাণু
"আছি" এই সুখে খেটে খেটে হয় সারা।

তাদের ভুবন আমার হইত কারা
তুমি যদি না থাকিতে
দূরে কোনখানটিতে।
"তুমি আমি আছি" এ মধু রাগিণী বাজে
আমার ভুবনে বিহানে বিকালে সাঁঝে।

হে আমার প্রেম, তুমি যদি মোর রহ
বলো তবে মোর কী মিলন, কী বিরহ!
ভরা যদি থাকে বুক
বেদনায় আছে সুখ
প্রেম-পাওয়া মন বিলসিত বেদনায়।

তুমি আমি আছি

প্রেমের শিকলি দূরে গেলে বাঁধে পা'য়।
দৃষ্টির পর পারে
বিদায় দিয়াছি যারে
আরো কাছাকাছি আসিছে সে অহরহ।
মিলন কি হতো ইহা হতে সুখাবহ!

(১৯৩১)

দুর্মুখ

পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ যারে কভু করেনি উন্মাদ
সে যদি বা হাসে
তর্কজাল বিস্তারিতে পটু সে যদি সংশয়ে কহে কটু
লঘু ব্যঙ্গ ভাষে
মনে মোরা মানিব না ক্ষয় জানিব মোদেরি হবে জয়
সত্যের সকাশে।

দৈবক্রমে যে পড়েছে কাছে সে ছাড়া আরো তো লোক আছে
বসুধা বিশাল।
অজানিত সমধর্মা কত দেশে দেশে আমাদেরি মতো
জীবন মাতাল।
উহারাই মোদের সমাজ মান যেন উহাদেরই মাঝ
লভি চির কাল।

দৈবে আজ জীবিত যে জন সে ছাড়া রয়েছে অগণন
আগন্তুক প্রাণ
যুগে যুগে ওরাই জগৎ ওদের অসীম ভবিষ্যৎ
অভ্রান্ত বিধান।

দুর্মুখ

উহারাই মোদের সমাজ   চির দিন উহাদেরি মাঝ
লভি যেন মান।

মিত্র যদি কোথাও না থাকে   ভাবী কাল মনে নাহি রাখে
ভাবিব না তবু
মনো মাঝে হয়েছে প্রত্যয়   সত্যে যদি নিত্য মতি রয়
ভয় নাই কভু।
কাছে থাকি' যে নয় দরদী   তারে মোরা তুচ্ছ করি যদি
ক্ষমিবেন প্রভু।

(১৯৩১)

মরণ

প্রেমের মাঝারে মরণের তরে বিরচিতে আয়োজন
যেন মোরা নাহি ভুলি
মরণ আসিলে বরণ করিতে শান্ত করিব মন
স্মরণ করিব আনন্দ দিনগুলি।
দস্যু হইলে হরণ করিত প্রেমের প্রথম প্রাতে
আমার দুঃসাহস
অথবা মোদের পূর্ণ প্রাণের চরম দানের রাতে
তোমার আমার সচকিত সে রভস।
মোদের প্রেমের সহায় হয়েছে কোন গগনের তারা
কোন প্রান্তর পরে
শয়ন পাতিয়া দিয়াছে প্রান্তে কোন ঝরণার ধারা
ছায়াছলছল সজল অন্ধকারে।
মরণ তখন হয়েছে বন্ধু অঙ্গে তোলেনি হাত
চেয়েছে করুণ চখে
নিষাদ হইলে সেই নির্জ্জনে হানিত অকস্মাৎ
প্রিয়াপরশন অচেতন ক্রৌঞ্চকে।

মরণ

মরণের পরে রাখি' নির্ভর ভয়েরে করিব জয়
ভাবনারে দিব ছুটি
উহার যেদিন হইবে সময় আমাদেরও যেন হয়
দুয়ার খুলিব পালঙ্ক হতে উঠি।
শ্রাবণ নিশীথ বজ্র গরজে বিজুরি ভ্রূকুটি করে
বরষা বর্শা হানে
আরাম শয়ন আশার স্বপন রাখিতে নারিবে ঘরে
বাহির হইব উদ্যত অভিযানে।
যেথা নিয়ে যাবে সেথায় চলিব একেলা অথবা দোঁহে
ফিরিব না পশ্চাৎ
চির পরিচিতা ধরণী রহিবে বিষাদের সমারোহে
হায় কে কাহার হেরিবে অশ্রুপাত!
যত আনন্দে অমর হয়েছি চরিতার্থতা যত
যত শত কৌতুক
মরণের সাথে যেথা যাব সেথা নিয়ে যাব অক্ষত
জীবনের দেওয়া পরিণয় যৌতুক।

(১৯৩১)

আহ্বান

তোমারে ফিরায়ে দিবে আনি'
আমার মুখে না বলা
অনুচ্চার অনুচ্ছলা
নীরব নিগূঢ়তম বাণী
যারে তুমি শুনেছিলে বলে
এক দিন এসেছিলে চলে।

সেই বাণী লঙ্ঘি' পারাবার
উত্তরিবে তব ধাম
অহরহ অবিরাম
সঙ্গী হবে স্বপ্নেও তোমার।
দিবে টান চরণে চরণে
আঁখিজল ঝরাবে স্মরণে।

আহ্বান

ভাবনা আমার কী বা, বলো!
আমি জানি প্রিয়া লাগি
ফল নাই নিশি জাগি'
সাধাসাধনিতে নাই ফলও।
হিয়াতলে স্পন্দনের মতো
আহ্বানেরে রেখেছি জাগ্রত।

যে আহ্বান নিশা অবসানে
উদয় উদধিপারে
পৃথিবীর পূর্ব্বদ্বারে
সবিতারে ফিরাইয়া আনে
স্থিতধৈর্য্য সে দৃঢ় আহ্বান
আমারে করিবে ফলদান।

(১৯৩১

বিরহ

বিরহ মৃত্যুর মতো—এই শুধু ভেদ
মরণ মুহূর্ত্তজীবী, বিরহ অমর।
মিলনের সনে তার অনন্ত সমর
কবিরা রচিছে বসি' উভয়ের বেদ।

বিরহ মৃত্যুর মতো—ভেদ শুধু এই
মরণের চিতানল সহজনির্ব্বাণ,
নিরাশার শ্বাস লেগে চির কম্পমান
বিরহের দীপশিখা তবু যে কে সেই।

বিরহ মৃত্যুর মতো। বিরহেরে চিনি
চিনি বলে মনে হয় সে সময় হলে
সুদীর্ঘ সাধনা মোর যাবে না বিফল,
মরণ সহন হবে। শুধু হে সঙ্গিনী,
একটি পুরানো কথা ফুরাবে না বলে
আর বার বলিবার কবে পাব ছল।

(১৯৩১)

লীলাকে

সূচী

মিলিত নেত্র

মোদের মিলিত নেত্রে বিস্তারিল ভুবনের সীমা
উপেক্ষিত যেবা ছিল সে লভিল অপূর্ব্ব মহিমা।
তোমার চিহ্নিত তারা আমার আকাশে ছিল, তবু
তোমারেই না চিনিলে তারে নাহি চিনিতাম কভু।
সে আছে আকাশ তাই নিশি নিশি পরিপ্রেক্ষণীয়
তার উদায়স্ত লীলা আকাশেরে করেছে আত্মীয়।
আষাঢ়ের নব মেঘ ধার্য্য দিনে আক্রমিয়া দেশ
দিগন্তে শিবির রচি' করে যবে সেনা সমাবেশ
তুমি দূরপুরাগতা তোমারে টানিয়া লয়ে ছাতে
কিছুই না বলি, শুধু চেয়ে রই তব আঁখিপাতে।
আবিষ্কারপুলকের শিখিনৃত্য ক্ষান্ত হলে তব
উভয়ের পাণি ছন্দি' দৃষ্টিপদ্মে বন্দি নীল নভ।
অতিপরিচয় ফলে মোর যাহা ছিল অবজ্ঞাত
পুরাতন দৃশ্যধ্বনি পুনঃ পুনঃ চিত্তপ্রত্যাখ্যাত
সন্ধানী ইন্দ্রিয় তব কোথা হতে আনিল বাহিরে
প্রশ্নের উত্তর দিতে মোর আর বিশ্রাম নাহি রে।
তব কৌতূহলস্পর্শে উজ্জীবিত মম কৌতূহল
সদ্যোজাত জিজ্ঞাসায় লণ্ডভণ্ড করে জলস্থল।
মোদের মিলিত নেত্রে চির শিশু মেলিল নয়ন
দিকে দিকে প্রসারিল নিখিলের নিঃসীম অয়ন।

১৯৩১)

ছুটির দিন

১

আজিকে ছুটির দিন। তাই ক্ষণে ক্ষণে
কত ছলে কত নামে ডাকি' অকারণে
বাহুতে সঁপিয়া বাহু, স্কন্ধোপরি শির,
নয়নে নয়নযুগ স্থাপিতেছ স্থির
স্থিরবিদ্যুতের মতো নির্ব্বাক কৌতুকে।
শুধু কি কৌতুকে! না, না, তীব্রতর সুখে।
একটি চুম্বন দিলে হাস্য অসম্বৃত
শিশুসম বকে যাও কলকল্লোলিত
"উজু গুজু গুজু"—অতি অর্থহীন ভাষ
যেন সে কায়ার বাণী কায়াতে বিকাশ।
যদি রঙ্গভরে মুখ লই ফিরাইয়া
অমনি চাপড় সুরু রাগিয়া কাঁদিয়া।
কিছুতেই শান্তি নাই। কী করিতে হবে,
বলো। কোথা নিয়ে যাবে, চলো। যাই তবে

হয়ত ঘাসের পরে সুলভ শালিক
হাঁটে আর মাথা নাড়ে। তাই অনিমিখ
হেরিতে হইবে। কিম্বা পীত প্রজাপতি
একটি দিবসে যার জন্ম মৃত্যু রতি
বৃন্তচ্যুত চম্পাসম কভু নিম্নে ধায়
আতসবাজির মতো কভু ঊর্দ্ধে ভায়
প্রাণের লহর তুলি' পক্ষের তরীতে
কভু শরলক্ষ্যে চলে, হইবে হেরিতে।

২

মোর গেহে আছ তুমি সেই সুখে, প্রিয়া,
তব উপস্থিতিটুকু থাকি বিস্মরিয়া
আপন অস্তিত্বসম। নিত্যকার কাজে
যে অভিনিবেশ মম হেলাসম বাজে
তব চিত্তদেশে ওগো অভিমানময়ী
তুমি না থাকিলে গেহে সেও থাকে কই!
স্নাত পুষ্পরুচি গন্ধ তব অঙ্গজাত
তব নৈশ আলিঙ্গন সম। তাই মম
দীর্ঘদিনব্যাপী শ্রম লাগে স্বপ্নসম।
তব কণ্ঠমাল্যখসা সুরপদ্ম দল
মোর কর্ণশীর্ষে লগ্ন। মোর মর্মতল
তার অভিষেকসিক্ত। সেই স্বরস্বাদ
তিক্ত করিবারে নারে কর্মকলনাদ।
আমি যদি ভুলে থাকি তুমি মনে করে
মনে করাইয়া লও তুমুল আদরে।

৩

এই তুমি আছ মোর কাছে। এ সরল
এ সহজ অনুভব করিছে সজল
আমার নয়নোপান্ত অহেতুক ত্রাসে
যেমন গগনোপান্ত নবমেঘাভাসে।
মিলন সে বড় ভীরু উষার শিশির
নিঃশ্বাস লাগিলে কাঁপে শির শির শির।
দীর্ঘ দিন অন্যমনা শতকর্মরত
তোমার সান্নিধ্যসুখে সস্মিত সতত
যখনি বিরাম মানি, ভাবি ক্ষণকাল
জীবন অসনাতন জগৎ বিশাল
দিনে দিনে মিলনের ঘনাইছে শেষ
তব পথ চেয়ে আছে দূরে কোন দেশ।
মোর প্রেমে কেন তবে এত অপচয় ?
এত অন্যমনস্কতা ? কেন দিনময়
অন্য কাজে মত্ত থাকি ? কেন তব সনে
নিরন্তর নাহি থাকি সংলগ্ন আসনে
নিশীথেও সুপ্তিহান ? ভাবি ক্ষণকাল
অমনি বাজিয়া উঠে কর্মকরতাল।
প্রশ্নের উত্তর নাই। আমি অসহায়।
প্রেম অসমাপ্ত থাকে। দিন চলি' যায়।

(১৯৩১)

মৃত্যু

মৃত্যু মোদের সঙ্গ রাখে
জন্মকালের সঙ্গী
যতই মোরা এড়াই তাকে
সাধ্য কী যে লঙ্ঘি !
তার অভিমান জ্যোৎস্নারাতে
হঠাৎ আনে ঝঞ্ঝা
বাধায় মোদের অসাক্ষাতে
যখন উহার মন যা।
উপেক্ষিত দস্যি ছেলে
জীবন খেলাক্ষেত্রে
পিছন হতে দু'হাত মেলে
ঝাপ্‌টে ধরে নেত্রে
লুকোচুরির খেলায় সে যে
আত্মকালের সঙ্গী
যতই মোরা বেড়াই ত্যেজে
সাধ্য কী যে লঙ্ঘি !

(১৯৩১)

শোক

মুখখানি শুকায়েছে তার		নিদারুণ শোকে
ভাই তার নাই মরলোকে।
অধরে করুণ হাসিধার		অসিধার সম
নীরবে ছেদিছে হিয়া মম।
গৃহকাজে জোড়া দুই হাত		রাঁধিছে আনিছে
না জানিয়া হৃদয় হানিছে।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ		পৃথিবীতে হায়
সে আমারে বুঝাইতে চায়।

মন তার দূরে দূরে দূরে		উড়িতে উড়িতে
নাড়া দেয় কাঁকনে চুড়িতে।
স্মৃতি তার লুকাইয়া ঘুরে		খেলাঘর খুঁজি'
আঁচল খসিছে তাই বুঝি!
আঁখি হতে নামে না প্রপাত		ক্ষীণ বাষ্পরেখা
সিক্তপ্রায় আঁখিপাতে লেখা।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ		পৃথিবীতে হায়
সে আমারে বুঝাইতে চায়।

শোক

আমি তারে পারিব বলিতে হেন বাণী কই ?
কখনো বা হতবাক্ রই,
কখনো বা ভুলাইয়া দিতে পাড়ি অন্য কথা
যদি হয় শোকের অন্যথা।
বিতর্কের করি সূত্রপাত, রাজনীতি তুলি
সংবাদপত্রিকাখানা খুলি।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ এই পৃথিবীতে
আমি তারে চাই বুঝাইতে।

বুঝে লয় চকিতে সে ছল, মহা তর্ক করে
চতুর্গুণ উৎসাহের ভরে।
দু' হাতে সরায় বিশৃঙ্খল কেশ বা কেশর
তর্ককালে প্রতিবন্ধ ওর।
পাছে কারো লাগিবে আঘাত কেহ নাহি বলে
যে কথা শ্বসিছে হৃদিতলে।
কিছু যেন ঘটেনি তফাৎ পৃথিবীতে হায়
তুঁহু দোঁহে বুঝাইতে চায়।

(১৯৩১)

বন্দনা

বন্দনা করি অপ্‌সরাকে
প্রেম করে ভয় লভিতে যাকে।
সহজমুক্তা চঞ্চলা যে
বনবিহঙ্গ অঞ্চলা যে
বাহুবন্ধনে বক্ষ মাঝে
আপন কৃপায় স্থির যে থাকে

বন্দনা করি রঙ্গিণীরে
অযুত ছলনা ভঙ্গিনীরে।
রম্য গগন রম্য ক্ষিতি
উল্লাস যারে জোগায় নিতি
রূপভোগে যার অপরিমিতি
নৃত্য যাহার চরণে ফিরে।

বন্দি নায়িকা উত্তমারে
তনুসুগন্ধ চিনায় যারে।
স্পর্শ যাহার স্নিগ্ধ কোমল
অঙ্গ যাহার ধৌত অমল
নিঃশ্বাসে যার ধীর পরিমল
আনন্দ যার অভিসারে।

বন্দনা

বন্দনা মোর সঙ্গিনীরে
যার সন্তোষ গৃহের নীড়ে।
কাজ অফুরান, হাত দু'খানি
মুখে নাই অভিযোগের বাণী
নিদ্রা পালায় আজ্ঞা মানি'
আলস্য যায় হার মানি' রে।

বন্দি তাহারে যে মোর জায়া
নন্দনে মোর দিয়াছে কায়া।
যত্ননিরতা বিরতিহীনা
না করে নৃত্য না ধরে বীণা
সেই অপ্সরা এ দেবী কি না
নিত্য আমার লাগায় মায়া।

(১৯৩২)

"পুণ্য"

পুণ্য ধরাতে যবে আসিল
শ্রাবণ স্বাগত সম্ভাষিল।
ঝম ঝম ঝম ঝম ধারাতে
প্রাণীদের হরষিত সাড়াতে
পুণ্য কাঁদন ভুলে হাসিল।
দিকে দিকে নবজাত ধান্য
পৃথ্বী সে পরম বদান্য
পুণ্য হেরিয়া ভালোবাসিল।

পুণ্য শায়িত থাকে দোলাতে
শরৎ তাহারে আসে ভোলাতে।
সাদা মেঘ পাল তোলে নীলিমায়
পুণ্যর নয়নেতে পড়ে ছায়
কে যায় রে ওই সব ভেলাতে!
সাদা ফুল সাদা জল সাদা কাশ
খেলনা ছড়ায়ে আছে চারি পাশ
পুণ্যর ঘুম-ঘুম খেলাতে।

শীতের বাতাস লাগে অঙ্গে
পুণ্য চলিল তবু রঙ্গে।

"পুণ্য"

কখনো বাবার কাঁধে চড়িয়া
কখনো মায়ের গলা ধরিয়া
গ্রামে গ্রামে দু'জনের সঙ্গে।
সর্ষে ফুলের ক্ষেত চারি ধার
সোনা দিয়ে ছাওয়া যেন পথ তার
পুণ্য সকৌতুকে লঙ্ঘে।

এর পরে আসিল বসন্ত
পুণ্যে করিল বলবন্ত।
জানু আর করতলনির্ভর
পুণ্য ছুটিতে চায় ঘর ঘর
ক্ষমতায় পুলক অনন্ত।
বাহিরে ধরণী হলো সুন্দর
সবে বলে, "পুণ্যকে ধর ধর,
পালাইবে বাহিরে দুরন্ত।"

নিদাঘের নিগূঢ় নিকুঞ্জে
বিহগেরা কলগীতি গুঞ্জে।
পুণ্য অবাক হয়ে হোথা চায়
কোথা হতে আপনার ভাষা পায়
আপনার স্বরসুধা ভুঞ্জে।
আবার শ্রাবণ যবে আসিল
পুণ্য স্বাগত সম্ভাষিল
নবজাত জলধরপুঞ্জে।

(১৯৩৩)

জন্মদিন

আমি কবিতার প্রথম চরণ
আমারে লিখে
মিল দিতে গিয়ে স্মরিলেন বিধি
কত নারীকে।
ভাবিলাম মোর কপালে রয়েছে
নব পদবী
মুক্তক বলে চালাবেন মোরে
কবির কবি।
অবশেষে যারে হেরিলেন ধ্যানে
উদ্‌ভাসিতা
তুমি কবিতার দ্বিতীয় চরণ
তুমি গো মিতা।
আমার জন্মদিবস ছিল যে
মিত্রহীন
তাহারে স-মিল করিল তোমার
জন্মদিন।

(১৯৩৩)

মিলনস্মৃতি

প্রিয়ার সাথে প্রিয়ের পরিচয় প্রথম সুলগন
গগনে কোন বর্ণলীলা, কোন লাবণ্যযোজন!
অবনী কি নবীন হলো প্রেম যোটক হলো বলে
ধ্বনিল কি অশ্রুত সঙ্গীত অন্তরীক্ষ তলে!
প্রাণলোকের বাড়ল পরিসীমা সম্ভবগৌরবে
নক্ষত্র কি পড়ল খসে ঐ জন্ম নিতে ভবে?

প্রিয়ার সাথে প্রিয়ের পরিচয় প্রথম সুলগন
বিশ্ব তখন আছে কিম্বা নাই, নাই তৃতীয় জন।
আছে দোঁহার কৌতূহলী আঁখি বিমুগ্ধ বিস্ময়
আছে দোঁহার কম্প্র চপল হিয়া স্তব্ধ আদিম ভয়।
প্রথম নারী প্রথম পুরুষের রক্তস্মৃতি আছে
রক্ত যেন রক্তে চেনে, তাই মিলন লাগি নাচে।

প্রিয়ার সাথে প্রিয়ের পরিচয় প্রথম সুলগন
আজো তাহার হয়নি ইতি ওগো, হবে না কখন।
আজো মোরা তেমনি চমক মানি, তেমনি কুতূহলী
তেমনি ডেকে প্রেমের দেবতারে "ধন্য তুমি" বলি।
তেমনি তাঁরে চিত্তভরে নমি, বলি, "এ বর দেহ
এখনো যে চেনার আছে বাকী রহুক এ সন্দেহ।"

(১৯৩৩)

বিরহস্মৃতি

প্রথম মিলন পরে প্রথম বিরহ যে
সে না যদি হয় অতি দীর্ঘ
তবে তার সন্তাপ সহনীয় সহজে
তার তরে নাই আঁখিনীর গো।
বক্ষের বিস্ময়ে চিত্ত যে তন্ময়
সে চায় আপনা হতে নিরালা
চমকের রভসের শিহরণ তন্ময়
নিবিতে নিভৃত চায় সে জ্বালা।
মরণবেদনাসম সঘন আনন্দ
ওঃ তার কী যে অনুরণনি !
স্তব্ধ এ প্রাণ যদি ফিরে পায় স্পন্দ
শোণিত বাহিবে তবে ধমনী।
স্মৃতি সে ছিঁড়িয়া গেছে মিলনের দ্বন্দ্বে
কণ্ঠমালিকা সম দশা তার
ডোর দুটি জোড় করি' পড়িয়াছি ধন্দে
অতীতে ও সাম্প্রতে লাগে আর

বিরহস্মৃতি

তবু যদি দিন পাই ভাবি বসে বিজনে
কী ছিল কী হলো তার কাহিনী
মিলাইয়া ধরি মোর দুই ভাগ জীবনে
স্রোত পায় রুদ্ধ প্রবাহিনী।
দোঁহার জীবনে যাহা মধুর মিলন গো
একের জীবনে তাহা ছেদনা
মরণ অধিক সুখে অমর তো অঙ্গ
চেতনায় হানে ছেদবেদনা।
প্রথম মিলন পরে প্রথম বিরহ যে
সে না যদি হয় অতি দীর্ঘ
ছিন্ন বীণার তার জুড়ে যায় সহজে
ছন্দ মিলায় দুই তীর গো।

(১৯৩৩)

নীড়

আমাদের যুক্ত প্রেমে অবনী কি হয়েছে নবীন
মানবের দেশে দেশে অকল্যাণ কিছু হলো ক্ষীণ!
বীর সে কি নিঃসহায় নিরাশায় যাপে না দিবস
কলভাষী বিদূষক গূঢ় শোকে হয় না বিবশ!
মিলনের অন্তরায়ে রাধা নয় শাশ্বত বিধুরা
পরস্পর সুখভাগ হরিছে না অবোধ দস্যুরা!
হেতুহীন আঘাতের হেতুহীন ব্যাঘাতের জ্বালা
করেনি কি ধরণীরে অনির্ব্বাণ অজ্ঞ যজ্ঞশালা!

আহা প্রেম! কে তোমারে দিল ভার স্বর্গ রচিবার!
তুমি শুধু রচো নীড় মিলিত স্বজন দু'জনার।
সে যদি নির্দ্বন্দ্ব হয়, নাহি হয় অলঙ্কৃত ভুল
তার বড় কিছু নাই, স্বর্গ তার নয় সমতুল।
জানি শুকাবে না ক্ষত একব্রত নিঃসঙ্গচারীর
হবে না বেদনা অস্ত প্রেমবস্ত অবলা নারীর।
প্রাচীনা এ পৃথিবীর নাই হলো কেশের কলাপ
ওগো প্রেম, পারাবত, তুমি শুধু বকিও প্রলাপ।

(১৯৩৩ বা ৩৪)

জার্নাল

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক

কবিকরকমলেষু

সূচী

ভগ্ন মসজিদ

সুন্দরের জাতি নাই।   যাহাদের আছে
তাহারা নমিতশির সুন্দরের কাছে।
তাহাদের মুগ্ধ নেত্রে পড়ে না পলক
অন্তরে উদ্বেলি' উঠে অব্যক্ত পুলক
দাক্ষিণ্যের ভারে চিত্ত পরিত্রাণ যাচে
সুন্দরের কাছে

(১১ই জানুয়ারী ১৯৩৩)

প্রাচীন মূর্ত্তি

সে ছিল পাষাণ
শিল্পী তারে করে গেল কী সুষমা দান
মূর্খ তারে দেবীভ্রমে অর্ঘ যায় দিয়া
সুবিচিত্র মনস্কাম যত্নে নিবেদিয়া।
প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ তারে মাপে জোপে
লক্ষণ মিলায়ে রাখে যাদুঘর খোপে।

(১২ই জানুয়ারী)

সোনা হারানো

হারায়েছি কত সূর্য্যোদয়
পালঙ্কে করেছি কাল ক্ষয়
অবহেলাভরে।
কত পুষ্প দ্বারে কর হানি'
দিনান্তে ঝরিয়া গেছে জানি
মূক অনাদরে।
কত দিন অমূল্য সে আয়ু
বৃথা গেছে, ক্ষীয়মাণ স্নায়ু
বিতর্কবিলাসে।
হারায়েছে থান দুই সোনা
দাম যার হাতে যায় গোনা
খেদ কেন আসে!

(১৬ই জানুয়ারী)

স্বর্গ

আদরিণী বধূ স্নেহের দুলাল ছোট একখানি গেহ
দু' চারিটি প্রিয় আত্মীয় জন বয়স্য জন কেহ
পুরানো ভৃত্য একটি কি দুটি—স্বর্গ ইহারে কয়।
সুলভের মতো শুনিতে, কিন্তু দুর্লভ অতিশয়।

(২৭শে জানুয়ারী)

অপচয়

তুচ্ছ দিনেও ক্ষান্ত রহে না জীবনের সঞ্চয়
এক দিন মোরে পূর্ণ করিবে আজিকার অপচয়।

(৪ঠা ফেব্রুয়ারী)

পদ্মার চর

সারাদিনভর পদে পদে ব্যর্থতা
তিক্ত মনের বিরস রুক্ষ কথা
আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত
এই কি মোদের বহুদিবাবাঞ্ছিত'
পদ্মার চরে বাস !
নির্জন দ্বীপ, ভেক মক মক করে
আকাশ জ্বলিছে তারার সলিতা ধরে
জলের সঙ্গ জাগায় কী অনুভব
মৃদু তালে বাজে কল্লোল কলরব
বায়ু বহে উচ্ছ্বাস।

(২৪শে ফেব্রুয়ারী)

নদীবক্ষে

জীবন কী বিমোহন রে জ্যোৎস্নাবিকীরিত রাত্রে
সমীর শীকর যায় বরষি' তরণী দুলিছে জলগাত্রে।
ভুবনে তাহার কিবা ভাবনা প্রণয়প্রতিমা যার অঙ্কে
কণ্ঠে যাহার সুরমদিরা তাহারে কাঁপাবে কী আতঙ্কে !

(১২ই মার্চ)

আষাঢ়

আকাশে আষাঢ় ধেনু চরাইতে চলে
ধবলী শ্যামলী পাটলীরা দলে দলে
ককুদ দুলায়ে ধীর মন্থর গতি
যেতে যেতে ডাকে হাম্বা হাম্বা বলে।

আষাঢ়ের গোঠে কত যে বাছুর গাই
এক এক করে গুনিতেছি বসে তাই।
দিগন্ত হতে দিগন্ত সীমাবধি
গমনের স্রোতে আদি ও অন্ত নাই।

(১২ই জুন)

নব দূর্ব্বা

বন্ধুর মাঠ কোমল হয়েছে হরিৎ দূর্ব্বাদলে
কঠিন আসন মুড়িয়া দিল কে মরকত মখমলে !

(১৩ই জুন)

বর্ষামেঘ

গুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভ প্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহারি সঙ্গে মেশা
রথ তুরঙ্গ ধাবন রভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুল্‌কি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম মার্গের দীপ্তি সে আসি' দিক্ বলে দেয় ধরায়।

(১৬ই জুন)

বর্ষণ বিরতি

বর্ষণ বিরত মেঘ ক্লান্তগতি মৃদু মন্দ বায়ে
বাণপূর্ণ তূণ লয়ে ইন্দ্র যেন আছেন ঘুমায়ে

(২৪শে জুন)

ইন্দ্রজাল

প্রভাতে উঠে হেরিনু নীল মেঘ
গগন জুড়ে রয়েছে পড়ে নাইকো তার বেগ।
জমাট সেই নীলের কোনোখানে
নাইকো ফিকা নাইকো ফাঁক হেরিনু স্বনয়ানে।
ক্রমে সে নীল হলো ফেনিল কালো
ধোঁয়ার শত রোঁয়ার মতো সংহতি হারালো।
ফাঁকে ফাঁকে উঠল জেগে চর
হেথা হোথা নারঙ্গী রং পাত্‌লা মেঘের সর।
ক্ষণেক আমি ছিলেম অন্যমনা
হেরিনু মোর নীল মেঘের মলিন কালো কণা।
কতক বা তার ছড়িয়ে গেছে দূরে
মিলিয়ে গেছে কতক যে তার অসীম সমুদ্দুরে
কোথাও তবু নাইকো তিল বেগ
স্তব্ধ হয়ে রয়েছে নভ নাই সে নীল মেঘ।

(১০ই অক্টোবর)

আলোছায়া

হিরণ কিরণ হরিদ্ বরণ তৃণে
কোথা হতে আসি' হাসিয়া লইল চিনে।
পরদেশী শিশু ঘরের শিশুর সাথে
খোলা আঙিনায় খেলায় ধূলায় মা'তে।
ধরণী আপন স্নেহসুকোমল কোলে
দু'হাত বাড়াল দোঁহারে জড়াবে বলে।
আকাশের দেয়া অমনি হিংসাভরে
পরদেশিয়ারে দাঁড়াল আড়াল করে।

(১২ই অক্টোবর)

শরৎ মেঘ

রূপালী মেঘ দীপালি জ্বালে সুনীল তমসায়
ফুলঝুরিতে সোনালী আলো শ্যামলে ঝলসায়
স্বর্গে রূপা মর্ত্তে সোনা এ কী রে হেঁয়ালী!
শরৎ বলে, এই তো আমার দিবসে দেয়ালী

(১৩ই অক্টোবর)

কৌমুদী

কৌমুদী কুমুদবরণা
অশীতল তুষারঝরণা
নেমে আসে মেঘাবলী লঙ্ঘি'
বহে যায়, নাই তবু কল্লোল
বহে যায়, স্থির যেন পল্বল
বিরহিত তরঙ্গভঙ্গী।

(২৭শে অক্টোবর)

শিশির

নিশির ছায়ে শিশির ছিল তৃণের মাঝে লীন
"শিশির !" সবে কহিত হেসে, "শিশির অতি দীন !"
প্রভাত হলো, শিশির দিল আত্ম পরিচয়
ফণার পরে মণির মতো দূর্ব্বা তারে বয়।
সূর্য্য তারে পাঠায় ভেট কিরণ কণা কণা।
"আগেই মোরা চিনেছি তারে !" ঘোষিল সব জনা।

(১লা নভেম্বর)

হেমন্ত মেঘ

ছিন্ন কেশর কীর্ণ হয়ে ছেয়েছে নীল ধূলি
উদয় রবি ঊর্দ্ধে চলে ছুঁইয়ে চলে তুলি
চকিতে তারা পদ্ম-রাঙা চকিতে বকফুলী।

(২রা নভেম্বর)

হেনা

তুহিন চন্দ্রিকা শ্রীহীন শশী
যন্ত্র ঘর্ঘর ছন্দ
সুদূর হতে আসে শিশিরে রসি'
ব্যাকুল হেনাফুল গন্ধ।

(৪ঠা নভেম্বর)

ক্রীড়া

শ্রীবিষ্ণু দে
কবিকরকমলেষু

সূচী

নিমন্ত্রণ

কারো চক্ষে বিশ্ব যেন নৃত্যপরা যুবতী অপ্‌সরা
প্রাণ যেন তারি নৃত্যকলা
কান পেতে শোনে কেহ প্রাণ যেন বাণী অসম্বরা
বিশ্ব যেন বাঙ্ময়ী কমলা।
আমি জানি মোর বিশ্ব বিশাল ভয়াল পারাবার
মোরে তার নিত্য আকর্ষণ
বিপদের বীচিভঙ্গে জর্জরিত হই যত বার
প্রাণভরে করি সন্তরণ।
ঘূর্ণীতে চূর্ণিতে নারে, অন্তঃস্রোত বৃথা দেয় টান
অশান্তি যে সেই মোর শান্তি
বাধায় বাহুর স্ফূর্ত্তি, ব্যর্থতা তো সিদ্ধির সোপান
মরণেও নেই রণক্ষান্তি।
তবে তুমি এসো বন্ধু ঝঞ্ঝা হয়ে এসো বিশ্বে মোর
তোমারে করিনু নিমন্ত্রণ
এ প্রাণ তোমারে লয়ে দুই হাতে অমানিশিভোর
কঠিন সুন্দর সন্তরণ।

(১৯৩০

ক্রীড়ো

মনের কথা মনের মতন করে

কইব আমার মনের মতনকে

কবি হবার নাই দুরাশা ওরে

সার মেনেছি সত্য কথনকে।

দৈব যদি হয় রে অনুকূল

আয়ুস্ যদি আশার মতো হয়

ফুটিয়ে যাব সকল ক'টি ফুল

জানিয়ে যাব পূর্ণ পরিচয়।

যশ অপযশ এখন হতে কেন ?

হয়নি আজো চরম দানের দিন

কীর্ত্তিরে ভাই ভুলতে পারি যেন

নইলে আমার কীর্ত্তি হবে ক্ষীণ

মিথ্যা করিস শক্তি পরিমাপ

মোর তুলনা খুঁজিস বৃথা রে

একটি প্রাণে রইলে প্রাণের ছাপ

ঐ তো আমার কুশলিতা রে।

সবার মাঝে না যদি হই বড়

একটি হিয়ার শ্রদ্ধা যেন লভি

প্রিয়ার কাছে হইলে প্রিয়তর

হলেম আমি যা হতে চাই সবি

(১৯৩১)

প্রেমিকের প্রার্থনা

প্রিয় রমণীরে প্রিয়তর বাসিবার
শক্তি আমারে দেহ প্রভু অনিবার।
সোহাগে সোহাগ ডুবাইতে যেন পারি
আকাঙ্ক্ষা যেন পূরাইতে নাহি ছাড়ি।
ত্যাগের মূল্য যেন দিই মমতায়
প্রিয় হতে যেন বেদনা সে নাহি পায়।
আপনারে তার মনোমতো করিবার
শক্তি আমারে দেহ প্রভু অনিবার।

২৬শে মার্চ)

পাঠকের প্রতি লেখক

প্রথম আলোর বন্ধু শিশু রইবে না নীড়ে
পাড়ায় পাড়ায় কইবে ডেকে, "আয় না বাইরে!
আমার খুশির ইঙ্গিতে হোক তোদের খুশির রঙ্গ
মোদের খুশির ছন্দে কাঁপুক ঈথর তরঙ্গ।"

তেমনি, পাঠক, আমার খেলা তোমায় খেলিয়ে
বানাই খুশির খেলনী রোজ লেখনী দিয়ে।
তথ্য বড়ির নই কবিরাজ, গোসাঁই তত্ত্বের
প্রজাপতি ধরতে শেখাই চিত্রিত সত্যের।

(১৯৩৩)

নিশীথে

নিশীথ গগন নুঁয়ে পড়ে যেন পুষ্পাবনত শাখা
তারাগুলি যেন রজনীগন্ধা রজতবর্ণে আঁকা।
পৃথ্বী ঘুমায় ধ্বনিহীন, শুধু শ্বাসপতনের সাড়া
ঝিল্লীর রবে মুহূর্ত্তকাল নয় সে বিরতিহারা।

(১৫ই ডিসেম্বর)

রোদ পোহানো

ময়লা কাপড় পরে থাকা গয়লা বাড়ীর মেয়ে
ওর কোলে ওর ছোট্ট ছেলে সামনে আছে চেয়ে
সম্মুখে ওর ভায়ের কোলে আমার খোকন স্থির
কুকুর এসে গা চেটে দেয় কুকুরছানাটির।
প্রাচীন আমার ভৃত্য গেছে ওদের দলে ভিড়ে
সবাই মিলে পোহায় রোদ চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে।
হাতে হাতে ঘুরছে হুঁকো জুটছে এসে সাথী
কেউ বা ওরা ঠাকুরদাদা কেউ বা ওরা নাতি।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৩)

কুয়াশা

প্রাচী দিগন্ত রঞ্জিত করি' উদয়ের ইঙ্গিত
চঞ্চল শত বিহগ কণ্ঠে বিমিশ্র সঙ্গীত
অন্তরীক্ষে পরিলম্বিত ধবল কুহেলী ডোর
মৃত্তিকা পরে সঘন সফেন ধূম্র কুয়াশা ঘোর।

(১৭ই ডিসেম্বর)

শীতের সন্ধ্যা

পূর্ণা তিথির শশী ধীরে ধীরে ফোটে তার কান্তি
সন্ধ্যা ঘনাতে থাকে তরুমূল লম্বিত ছায়াতে
বিহগেরা গেহে ফিরি' দ্রুত কলরবে হরে ক্লান্তি
উহারা নীরব হলে ঝিল্লী বিনায় সুর মায়াতে।

(৩১শে ডিসেম্বর ১৯৩৩)

বরভিক্ষা

যে আনন্দ দিবানিশি দিশি দিশি চলেছে বহিয়া
আদিহীন অন্তহীন ত্বরাহীন রহিয়া রহিয়া
সৌর করে চান্দ্র নভে উদয়াস্ত সন্ধিতে সন্ধিতে,
প্রাণধারণের ছলে প্রাণী যারে বিকশে সঙ্গীতে,
সে যেন আমার কাব্যে ধরা দেয় আপন গৌরবে
মানসপ্রসূন মম ভরি' দেয় নিসর্গসৌরভে।

(১৯৩৩

কবির প্রার্থনা

(১)

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়ূখচ্ছটা, শতবর্ণ মেঘ,
বিহঙ্গের গীতিমুক্তি, বনস্পতি পরমায়ু, মৃত্তিকার রস,
শিশিরের স্বচ্ছন্দতা, শিশুর শুচিতা, পশুদের নিরুদ্বেগ,
সর্ব্বশেষে শর্ব্বরীর প্রশান্ত অম্বরতলে নারীর পরশ।

(২)

সহজ সরল হোক বাণী মোর সূর্য্যালোকসম
কেহ না জানুক তার কত জ্বালা আদিতে অন্তরে
অদৃশ্য ছায়ার মতো সাথে থাক কলাবিদ্যা মম
সকলের চিত্ত আমি আকর্ষিব যে যাদু মন্তরে।
সরস সবুজ হোক বাণী মোর দূর্ব্বাদলসম
কেহ না জানুক তার কী আবেগ অঙ্কুরে শিখরে
অদৃশ্য বীজের মতো কোষে থাক অমরত্ব মম
ভবিষ্যের চিত্তে আমি প্রস্ফুটিব যে কুহকভরে।

(১৯৩৪)